ওঁ নমো ভাগবতে রামকৃষ্ণায়।

রামকৃষ্ণ-সংগীত

বা

ঠাকুরের নামামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধিমন্দির মঠ, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানের সেবকাগ্রণী
মহাত্মা রামচন্দ্রের রামকৃষ্ণদেবোক্ত ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা উপলক্ষে
সেবকমণ্ডলী কৃত সংগীত প্রভৃতি।

সপ্তম প্রচার।

২৩শ বর্ষের তত্ত্বমঞ্জরীর উপহার।

শিমুলতলা শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে
স্বামী যোগবিলাস
দ্বারা প্রকাশিত।

রামকৃষ্ণাব্দ ৮৪।

কার্ত্তিক ১৩২৫। ইং ১৯১৮।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা। জয় শ্রীগুরুদেব।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীগুরুকৃপায় রামকৃষ্ণ সংগীতের সপ্তম প্রচার হইল। একসূত্রে মণিগণের ন্যায় সেবকমণ্ডলীর ভাবস্রোত স্বর্গীয় সম-প্রবাহে প্রবাহিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধিমন্দির মঠ, কলিকাতা কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানের প্রাণস্বরূপ সেবকাগ্রগণ্য মহাত্মা রামচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারকল্পে বক্তৃতাকালীন সেবকমণ্ডলীসহ সংকীর্ত্তন করিতেন, সে আজ সাতাস বৎসরের কথা। তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ গুরুভ্রাতা বীরভক্ত কালীপদ ঘোষের উপর সংগীত রচনার ভার পড়িত। তিনি অনেক সময়ে সুদূর প্রবাসে থাকিয়া বক্তৃতার বিষয়ানুযায়ী সংগীত রচনা করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিতেন। বক্তৃতা ও গান শুনিয়া মনে হয় যেন এক জনেরই রচনা। সংগীতগুলি ঠিক ঠিক সাধক ও ভক্তহৃদয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি-প্রসূত—জীবন্ত ও অনুপ্রাণিত। এ রত্নের তুলনা নাই। "মধুর নামের গুণে শান্তি সদা প্রাণে প্রাণে—বিলাতে তাই জনে জনে দীন আকিঞ্চন"। এ নামামৃত পানে জীব অমর হইবে। আমাদের বিশ্বাস জনকোপম মহাত্মা রামচন্দ্রের—ভক্তরাজ রামচন্দ্রের এ আকিঞ্চন শনৈঃ পূর্ণ হইতেছে। সেই আদর্শ-মহাত্মার শুভেচ্ছাবলেই স্বর্গীয় বীরভক্ত মহাত্মা কালীপদ'র—ঠাকুর-অন্তপ্রাণ কৃতিসন্তানগণ কর্ত্তৃক ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইতে চলিল। দাতা চিরং জীবতু।

শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম। সিমুলতলা শ্রীশ্রীকালীপূজা ৮৪ রামকৃষ্ণাব্দ। ১৭ই কার্ত্তিক ১৩২৫ ইং ১৯১৮।	শ্রীগুরুশ্রীচরণকমলাশ্রিত কাঙ্গাল—যোগবিলাস।

জয় রামকৃষ্ণ !!!

গুরুকৃপাহি কেবলম্।

আনন্দ-উপহার।

চির-কুমার—অসাধারণ সংযমী—সর্ব্বলোকপ্রিয়—প্রিয়দর্শন—পিতৃবৎসল—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান মঠের একনিষ্ঠ প্রিয় সেবক, অভিন্নহৃদয়—পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রীকরকমলে কাঙ্গাল প্রকাশকের সভক্তি—সাদর উপহার।

শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম
সিমুলতলা।
শ্রীশ্রীকালীপূজা, ৮৪ রামকৃষ্ণাব্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশ্রীচরণাশ্রিত সেবক
—চিরকৃতজ্ঞ—
দীন যোগবিলাস।

রামকৃষ্ণ সংগীতের সূচি।

ওঁ রামকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

জয় শ্রীগুরুদেব!!

রামকৃষ্ণ-সংগীত।

বা

ঠাকুরের নামামৃত।

প্রথম খণ্ড।

খাম্বাজ—একতালা।

মগন হৃদয় ভকত জাগে দয়াল নাম গানে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম সুধা পানে॥
রজত আসন ধরণী শাসন না চাহি মণি কাঞ্চনে।
তুলসীমাল, মৃগছাল, রামকৃষ্ণ বদনে॥
ভুবনমোহন রমণীরতন না চাহি আলিঙ্গনে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ স্থান অভয় চরণে॥
নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, রসনা পরিতোষণে।
প্রসাদ শান্তি রামকৃষ্ণ চরণামৃত সেবনে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে॥ ১

ওঁ রামকৃষ্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

জয় শ্রীগুরুদেব।

রামকৃষ্ণ-সংগীত।

বা

ঠাকুরের নামামৃত।

প্রথম খণ্ড।

খাম্বাজ—একতালা।

মগন হৃদয় ভকত জাগে দয়াল নাম গানে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম সুধা পানে ॥
রজত আসন ধরণী শাসন না চাহি মণি কাঞ্চনে
তুলসীমাল, মৃগছাল, রামকৃষ্ণ বদনে ॥
ভুবনমোহন রমণীরতন না চাহি আলিঙ্গনে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ স্থান অভয় চরণে ॥
নাহিক সাধ, মধুর স্বাদ, রসনা পরিতোষণে।
প্রসাদ শান্তি রামকৃষ্ণ চরণামৃত সেবনে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে ॥ ১

ঠাকুরের নামামৃত।

বেহাগ খাম্বাজ মিশ্র—লোফা।

কোন্‌টি তোমার আসল নাম সুধাই তোমারে।
তোমায় যে যা বলে তাতেই মিলে, বুঝ্‌তে নারি ব্যাভারে॥
তুমি কারোর আল্লা, কারো বা হরি,
কোথাও গণপতি মারুতি হেরি,
কোথাও সত্যনারাণ মুস্কিলআসান, আলো কর আঁধারে॥
উৎকলের জগন্নাথ, নদের দুভাই, গৌর নিতাই,
যোগীর তারকনাথ,
তুমি দ্বাদশ গোপাল, জেলের মাকাল,
বিধাতা আঁতুড় ঘরে॥
কিবা মায়া চমৎকার, মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকার,
পুনঃ সিংহলে, কমল দলে, কামিনী করী করে॥
তুমি প্রহ্লাদের হরি, নরসিংহ রূপধারী,
ছলি বলি হলে দ্বারী বামন ভিখারী,
কিন্তু অপার করুণা হেরি ক্ষত্রকুলের জড় মেরে॥
ব্রহ্মা ব'লে পার্শী তোমায় চায়, বিষ্ণুরূপে কমলা সেবায়,
আবার দম্‌মেরে বোম্‌ভোলা ব'লে, ভক্ত দোক্তা ভুল করে॥
তুমি ময়ূর চাপা কার্ত্তিকটী যার নাম,
নারী মাঝে বন্ধ্যা সাজে তুমি বারে বাম,
কভু টোলে বস বীণাপাণি বারোয়ারী বাজারে॥
ওমা কুমারের কালী,
ভক্তিভরে গোঁসাই ঠাকুর বলেন বনমালী;
পুন তরুতলে ষষ্ঠী ব'লে বস বেরাল ভর করে॥
তুমি বুদ্ধদেবে হিংসা নিবারণ,
শমনরূপে কিবা প্রয়োজন,

তাহে শীতলা মনসা দেবী স্মরিলে প্রাণ শিহরে ॥
তুমি সুবচনী খোঁড়া হাঁস চেপে,
হয়ে হৃষ্ট যীশুখৃষ্ট পাদ্রীতে জপে,
আবার কারিকরের বিশ্বকর্ম্মা, সাফরিদু পিলের জরে ॥
তুমি পূর্ণব্রহ্ম অংশ সনে অবনীতলে,
মানি প্রজাবাণী প্রণয়িনী বনে পাঠালে,
কিনিলে কলঙ্ক সাধে অলক্ষ্যে বালি মেরে ॥
কহ সত্য বিবরণ,
তুমি সিত পীত লোহিত কি হরিত বরণ,
কিবা অসিত বরণী, শুধু অসুর নাশিবারে ॥
তোমার কর সংখ্যা কত শুনি, কতই চরণ,
কত শির, কতই লোচন,
তুমি পুরুষ প্রকৃতি কিবা নারিনু চিনিবারে ॥
কেহ সমাজ মাঝে চরণ পূজে নিরাকার পিতা,
কেহ মা বলে রোজনামা খোলে রোজগারের খাতা,
ছিলে মন্দালয়ে শিশু হয়ে জন্মদাতা ভুল ক'রে ॥
ব্রজ ধামে, রাধা নামে, প্রেমেতে মাতাল,
সখা বলে, কোলে তুলে, তুষিলে রাখাল,
ক'রে ধ্বংশ নিজ বংশ, উল্টো লীলা দ্বাপরে ॥
এ যে বিষম কলিকাল,
ভক্তি গেল যুক্তি এল তর্কেরি জঞ্জাল,
তাতে বাড়ছে ক্যাসাৎ তুমি তফাৎ দলাদলির ঘোর ফেরে ॥
তোমায় কোথা দেখা পাই,
স্থলে জলে পাতালে যা থাক সর্ব্ব ঠাঁই,
মম শূন্য হৃদি এস যদি ডাকি তাই বারে বারে ॥

মিটি সকল সংশয়, বর্ণ রূপ অবয়ব নামের পরিচয়,
হ'ক পূর্ণ হৃদয়, রামকৃষ্ণময়, ভেদজ্ঞান রাখি দূরে ॥২

সুরট জয়জয়ন্তী—একতালা।

তব দরশনে নাথ খুলিল জ্ঞান নয়ন।
জাগে মনে ছিল যত আঁধার আবরণ॥
সাধন ভজন করি, নাহি হেন শক্তি ধরি,
রামকৃষ্ণ নাম স্মরি, সুখে যাপি নিশিদিন ;—
মধুর নামের গুণে, শান্তি সদা প্রাণে প্রাণে,
বিলা'তে তাই জনে জনে দীন আকিঞ্চন॥ ৩

খাম্বাজ মিশ্র—তাল যৎ।

মন রসনা গাও রামকৃষ্ণ নাম।
(জপ রে রামকৃষ্ণ নাম)
বিষয় বাসনা ধায়, মানা নাহি মানে তায়,
বিষাদ বিপদ পায় পায়—
চরণ শরণ শান্তি অবিরাম। ৪

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

সতত হৃদয়ে জাগে মোহন মুরতি নাথ।
অপার করুণা প্রভু ব'লে আর জানাব কত॥
সংসার জ্বালাতে জ্বলি, বারেক রামকৃষ্ণ বলি,
নামের মহিমাগুণে, সকল যন্ত্রণা ভুলি,
এই নামে জুড়াইবে—এস, কে আছ তাপিত॥ ৫

বেহাগ খাম্বাজ একতালা।

ভাবের ঘরে চুরি না চলে।
যেই সাকার, সেই নিরাকার,
একের খেলা কতই খেলে ॥
দিনমণি, কিরণখানি, হাসায় কমলে (যবে),
(তখন) সলিল শুকায়, রূপ মিশে যায়, আঁখির আড়ালে ॥
হেরি শশী, বাষ্পরাশি, সোহাগে গ'লে (কত),
নীহার ছলে, উষার গলে, তুষার অচলে।
বারি বরফ বাষ্প আদি, একটি আসলে (জেন),
সোজা বোঝ, তর্ক ত্যজ, বিশ্বাসেই মেলে ॥ ৬

—:*:—

সরফরদা—একতালা।

জপমালা, তুলসীতলা সকল খেলা সায় করেছি।
যোগসাধনা, উপাসনা, বাসনা বিদায় দিয়েছি ॥
লুকোচুরি প্রাণে প্রাণে, কারে পূজি কেবা জানে।
জানা শুনা অনুমানে, প্রত্যক্ষ তোমায় দেখেছি ॥ ৭

—:*:—

সুরটখাম্বাজ—একতালা।

একবার ডাক দেখি মন, দয়াময় রামকৃষ্ণ ব'লে।
পাবি দরশন, (ওরে) ডাকার মত ডাকা হ'লে ॥
আর কত দিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ববে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, পাঁচ জনার কলে ॥
কোথা তোর অন্তরের ধন, অন্তরে তাঁর কররে সাধন,
সঁপিয়ে জীবন মন চরণতলে ॥ ৮

—:*:—

ঠাকুরের নামামৃত।

সিন্ধু ভৈরবী—খয়রা।

যে ভাবে যে চায় তোমারে তাতেই দেখা হয়।
পূরো ভাবে পূরে আশা অভাব হলে নয়॥
কাঁদে শিশু কোথা হরি, মরি তাহে নাহি ডরি,
বিপদ কাণ্ডারী নামে কলঙ্ক না সয়।
ভকতে অভয় দিতে অনলে উদয়॥
পিতা চাহে কোথা হরি, কোথা সেই চির অরি,
সুর অরি ডরে বুঝি ভুলালে তনয়।
রিপু ব'লে কোল দিলে তাঁর চরম সময়॥ ৯

—:*:—

কাফিসিন্ধু—আড়া।

আজ সবাই মিলি, রামকৃষ্ণ বলি, এস করি সংকীর্ত্তন।
ওরে হৃদয় ভরে, ডাক দেখিরে, শীতল হবে প্রাণ মন॥
তোর দিন বয়ে যায়, ফিরবে না হায়,
নাইক উপায় নাম বিনে—
তাই সময় কালে, রামকৃষ্ণ বলে, কর শমন শঙ্কা নিবারণ॥ ১০

—:*:—

কাফিসিন্ধু মিশ্র—একতালা।

রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি না করি বিচার।
আমি না জানি সাঁতার কেবল ভরসা তোমার॥
অনুরাগে আপন হারা, না দেখি যে কূল কিনারা,
অকূল মাঝে ধ্রুব তারা তোমায় করি সার॥
নিজ গুণে নামটি দিলে, প্রাণ মন কেড়ে নিলে,
এখন যা কর কিঙ্কর বলে আমি নই আমার॥ ১১

—:*:—

সুরট মল্লার—আড়া।

গুরু মুক্তি গতি, গুরু জগপতি, শ্রীগুরুদেব পরাৎপর।
গুরু ইষ্ট অভেদ অন্তর ॥
সরল অন্তরে, হৃদয় মাঝারে, ধরি সাধে শ্রীচরণ,
বিশ্বাস বাঁধনে, বাঁধি সযতনে, দিয়ে অভিমান বিসর্জ্জন,
সপ্রেম ভকতি, সেবক প্রণতি, ধর দেব নিরন্তর,
তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর ॥ ১২

কাফিসিন্ধু—একতালা।

পরম রতন যে চাহে শরণ বাসনা তার আপন পুরায়।
সে রাঙ্গা পায় প্রাণ যে বিকায়,
ঘোচে ভবের দায় তাঁর চরণ কৃপায়,
যে চায় তাঁরে তারে আপনি মিলায় (হয়ে আপনি গুরু)
গুরু নয়তো কেউ আর জগৎগুরু
বিনা গুরু সহায় নাইক উপায় ॥
বিভু দরশন অভিলাষী জন, গুরু আরাধন সার
গুরু ইষ্ট নামের সুধা বিলায়,
বিনা গুরু কে আর ইষ্ট দেখায়,
তখন গুরু শিষ্যে না হয় দেখা,
গুরু ইষ্ট দেখায়, ইষ্টে মিশায় ॥ ১৩

খাম্বাজ—একতালা।

হ'তে ছেলেখেলা গেল বেলা সাঁজের আঁধার সামনে এল।
খেলাঘরের ধূলোমাখা মলা গায়ে রয়ে গেল ॥

ঠাকুরের নামামৃত।

শিশু সনে শিশু খেলা যৌবনে যুবতী মেলা,
ধনআশা যশতৃষা ভালবাসায় মন মজিল ;—
খেলার ছলে আসল ভুলে বুড়ী ত না ছোঁয়া হল ॥
রঙ্গরসে অঙ্গ ঢেলে, সাজান খেলেনা কলে,
খেলিতে জীবন গেল খেলা রহিল ;
ফাঁকা খেলায় দিন ত ফুরাল ॥ ১৪

খট্‌—মিশ্র যৎ।

ছাড়ব না তোর চরণ দুটী তুই যে মা আমার।
ভোলানাথের ভাণ বুঝেছি ভুলবো না এবার ॥
ছেড়ে অভিমানের ছলা, পা পেয়েছে পাগল ভোলা,
ফণি সনে বিষ পানে শ্মশানে খেলা :—
মরা সেজে বুকের মাঝে ধরেছে চরণ তার ॥
নামটী মা তোর শবাসনা পায় না চরণ মরা বিনা,
হব মরা আমি হারা আমি রব না ;—
নাশি নিজ অভিমানে রব পদে শবাকার ॥ ১৫

বেহাগ খাম্বাজ—রামপ্রসাদি একতালা।

কবে আমার আমি যাবে।
তুমি উদয় হ'য়ে বিদায় দেবে ॥
আমি জাগি আমি ঘুমাই, ঘুমালে আর আমি ত নাই।
এমন কাঁচা আমি, কাজ কি আমার আমি গিয়ে তুমিই রবে
আমি থেকে তোমায় হারাই, এমন আমির মুখে দি ছাই।
(এবার) আমার আমি করে কমি,
(তোমার) দাস আমি তুমি বলাবে ॥ ১৬

খাম্বাজ—একতালা।

মাতরে রামকৃষ্ণ ব'লে জীবন ব'য়ে যায়।
ঐ চরণ তলে প্রাণ দে ঢেলে যে আছিস্ রে নিরুপায়॥
সংসারে সুখ দেখলি কত,
মনের মতন রতন যত,
জ্বালায় তারাই অবিরত, কেউ ত আপন নয়;—
তোর মুখ পানে চায়, কে আছে হায়,
জুড়াবি আয় রামকৃষ্ণ পায়॥ ১৭

সুরট জয়জয়ন্তী—খং।

চরণে শরণ চাহি বিষম এ দায়।
তোমার মহিমা গান তুমি হে সহায়॥
তব তত্ত্ব নিরূপণ, মোরা সে শকতিহীন,
বিনা কৃপা বরিষণ বিফল উপায়॥
জীবে দুঃখবিমোচন, যুগে যুগে আগমন,
আছি হে পতিত জন তোমারি আশায়॥ ১৮

সুরট জয়জয়ন্তী—সাড়া।

এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের তরে।
আয় ভিখারী, ত্বরা করি প্রেম নিবি আয় প্রাণ ভরে॥
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নাম বিলায়,
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পানে চায়,
পাপী তাপী কে আছিস রে আয় (বলে)
ভয় কিরে আর আমারি ভার, বকলমা দে আমারে॥ ১৯

কাফিসিন্ধু—একতালা।

প্রাণে আশা সে পিপাসা আর কে নিবারে।
ওহে জীবনসখা দাও হে দেখা অকূল পাথারে॥
তোমার নামের গুণে, নীরস প্রাণে আশার সঞ্চার,
তুমি নিজে যেচে নিয়েচো যে এ দীনের ভার
আমার নাই তো কেউ আর, আপন বলিবার;
তাই সর্ব্বস্বধন, রামকৃষ্ণ চরণ সার করেছি এবারে॥ ২০

সুরট খাম্বাজ—লোফা।

দেখি মা তোর রূপের ছবি এমন রূপ ত আর দেখিনি।
ভয়ঙ্করা রুধিরধারা নয় অসিধরা ত্রিনয়নী॥
রণবেশে ডরে ছেলে, সে সাজ কি তাই লুকাইলে,
সন্তানে অভয় দিলে বরাভয় প্রদায়িনী॥
কি দোষে ভোলারে ভুলে, রাখনি আজ পদতলে,
শিবকে ফেলে বুঝি শিবে, দিলে আমায় চরণখানি॥ ২১

সুরট জয়জয়ন্তী দশকুশী তাল ফেরতা।

হাসিমুখ ভুলি নাই ভুলিব না জীবন থাকিতে।
পড়ে মনে সে দিনের কথা, যে দিন, দীন ব'লে চরণ দিলে;—
হায় সেই একদিন আর এই এক দিন হে,
আঁখিবারি নারি নিবারিতে।
শত অপরাধী পদে নাহলে কি বিপদে
ফেলিয়ে যে গেলে চলে, মুখ না চাহিলে;—
বলে ছিলে—আমা হতে, নামের মহিমা ভারি,
রামকৃষ্ণ নাম (জীব তরাতে) রেখে গেলে হে,
হ'য়ে নিদয় কাঁদাও কেন আশ্রিতে। ২২

খট্ মিশ্র—ঝং।

বাঞ্ছা পূর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্ব লাভের বিড়ম্বনা দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ সব ভাবে প্রচার,
এক অনন্ত সবার মূলাধার;—
যে যা বলে তাতেই মিলে একজনার খেলা সকল॥
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি ঈশাই বলি,
আল্লা বলে মোল্লা ভজায় কর্ত্তাভজায় সেই কেবল
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল॥ ২৩।

কাফি সিন্ধু—সাড়া।

জীবের তরে বারে বারে শরীর ধারণ।
দীনের দুখে কতই দুখী দুখনিবারণ॥
সংসার সন্তাপে সদা রয়েছ যে নিমগন,
নামটী স্মরণ কররে ভাই নাই সাধন ভজন,
পাওনি যেজন ইষ্টধনে কররে রামকৃষ্ণ শরণ—
রামকৃষ্ণ ব'লে ইষ্ট মিলে, হবে সফল জীবন॥ ২৪

গৌড়মল্লার—একতালা।

দীন হীন তারণ কারণ দীননাথ নাম হে।
পতিত তাপিত তাপ হরণ পতিতপাবন নাম হে॥
কলুষনাশন কৃপানিধান করুণাময় নাম হে।
জগতজীবন ভকত প্রাণ ভক্তাধীন নাম হে।
পীতবসন মুরলীবদন মদনমোহন ঠাম হে।
সাধন ভজন বিহীন যে জন রামকৃষ্ণ নাম হে॥ ২৫

কাফি সিন্ধু—খং।

ব্রহ্ম বলে প্রাণ গলে কই মা বলে তাই তোরে ডাকি।
কোথা ব্রহ্ম পাইনে দেখা তোরে মা অন্তরে দেখি ॥
তুই তো এনেছিস ভবে, মা ছাড়া কি শিশু রবে,
অভয়া অভয় দিবে শমনে দেখাব ফাঁকি ॥
স্মরিতে সে প্রাণ কাঁদে কে যেন রেখেছে বেঁধে—
চায়না প্রাণ ব্রহ্মপদে ব্রহ্মময়ীর পদে থাকি ॥ ২৬

খট মিশ্র—ঝাঁপতাল।

জ্ঞানে ব্রহ্ম না পাই দেখা বুদ্ধি ক'রে না যায় জানা।
সে জনার ভাব ভাব্‌তে গেলে ভাবনাতে তা বাগ মানেনা ॥
সৃষ্টি হেরি সৃষ্টিপতি, অনুমানে হয় শকতি,
তাই বুঝি সে জগৎপতি—দেখায় আপন গুণপনা ॥
শক্তিধরের শক্তি হেরে, শক্তিহীনের প্রাণ শিহরে,
জীবের তরে বারে বারে রূপ ধরে সে দিতে চেনা ॥
ধরা ব্রহ্ম বিষম দায়, শক্তি বিনা কেবা ধরায়,
ব্রহ্মসনে শক্তি খেলায় (যেন) বহ্নিসনে বহ্নিকণা ॥ ২৭

সুরট খাম্বাজ—মিশ্র একতালা।

প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ বলে প্রেমে গ'লে চলে আয়।
যে ভবের মাঝে নাম পেয়েছে বিদায় দেছে কালের দায়।
জুড়াতে অন্তরের জ্বালা বদন ভ'রে নামটী বলা
ভক্তি সনে প্রাণে প্রাণে প্রাণটী গলা ;—
সাধে হেরবে হৃদে হৃদয়চাঁদে, রামকৃষ্ণ নামের মহিমায় ॥ ২৮

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভূপালী মিশ্র—তাল ফেরতা।

এক তুমি হে ভবভয়হারী।
সৃজন-পালন-প্রলয় কারী॥
যে ধনুধারী, তুমি সে মুরারী,
গোকুলবিহারী প্রেমে প্রহরী॥
তুমি উমা রমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
ব্রজেশ্বরী তুমি কিশোরী,
ত্রিতাপ হারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী,
মা তুমি জগজ্জননী :—
প্রাণের বেদনা, তুমি কি বোঝনা, ভুলনা ভুলনা শ্রীহরি :—
ভরসা তব ও চরণতরী,
মোরা রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম ভিখারী॥ ২৯

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

ফেলেদে ছার বিষয় জ্ঞান তুই চাস্ যদি সে পরম জ্ঞানে।
আসল জ্ঞান সে শুদ্ধ জ্ঞান যায় ভক্তি জাগে প্রাণে প্রাণে॥
ব্রহ্মজ্ঞানে নীরস ধ্যানে, নিরাকার তায় অনুমানে,
তপন কিরণে যেমন সলিল মিশায় বাষ্প সনে ;—
শশধরের বিমল করে, বাষ্প ফিরে রূপতো ধরে,
ঊষার শোভা তুষার হারে, জুড়ায় জীবন সেবনে॥
সেবিতে সাধ বড় মনে, না হয় সেবা ভক্তি বিনে,
ভক্তি দিয়ে এ সন্তানে স্থান দে মা রাঙ্গা চরণে ;—
পেয়ে অভয় পদছায়া, ঘুচেছে সকল মায়া,
দেখি মা তুই মহামায়া, তোর কোলে সবে শয়নে॥৩০

ঠাকুরের নামামৃত।

দেশ খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

জ্ঞানের জোরে পেতে তোরে কে পারে বল্‌তে পারি না।
মুনি ঋষি ঘোর তপস্বী লাখ বছরে ফল ফলে না॥
কলির জীবন এখন তখন, সাধন কখন হয় বলনা।
ভক্তি ভরে ডাকি তোরে, নামটী কি তোর বলে দেনা॥
যে শক্তি হীন, সে কৃপার অধীন, জ্ঞানে স্বাধীন আর র'ব না।
যেন অবোধ বলে কৃপা মেলে, তুই না দিলে আর পাবনা॥ ৩১

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ডাকচে তোরে দয়াল ঠাকুর আয়রে নেচে আয়।
রামকৃষ্ণ ব'লে কুতূহলে বিদায় দে মোহ মায়ায়॥
থাক্‌তে ভবে আনা গোনা, জ্বালা হতে পার পাবে না,
জুড়াতে সে সব যাতনা রামকৃষ্ণ নাম উপায়:—
রামকৃষ্ণ ব'লে যারি চলে মোক্ষ ঠেলে পায়॥ ৩২

বিভাষ মিশ্র—তাল জলদ তেতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় ওহে ভগবান্।
এ দীনে, সাধন হীনে, সদাই দহে অভিমান॥
না জানি স্তুতি ভকতি, কোথা অগতির গতি,
রামকৃষ্ণ হে:—
রাঙা পায়ের ছায়া দিয়ে শীতল কর তাপিত প্রাণ॥
রিপু ছয় ঘুরে ফিরে, আমারে পাগল করে,
কোথায় আছ হে:—
তুমি না রাখিলে নাথ কে আর করে পরিত্রাণ॥ ৩৩

বাউলের সুর।

ভাব্‌চো কি মন মায়া ঘোরে।
দিন গেল, নিশি এল, শমন খাড়া শিয়রে ॥
জননীর কোলে ছিলে, মা বলে দিন কাটালে,
পরে রমণীর কলে হৃদয় হারালে :—
ধন পুত্র দারা আদি, কেউত নয় সাথের সাথী,
তুমি সিঙা ফুঁক্‌লে যদি, গোবর দেবে সদোর দোরে ॥
দুনিয়ার ইয়ার মিলে, বল কত মজা পেলে,
জান্‌না সময় কালে কেউ চা'বেনা ফিরে :—
ছাড় সব ফাঁকির বন্ধু, ডাক সেই কৃপাসিন্ধু,
রামকৃষ্ণ দীনবন্ধু যত্নে রাখ হৃদ্‌মাঝারে ॥ ৩৪

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এখন সময় আছে কর সে মধুর নাম।
প্রাণভরে একস্বরে বল রামকৃষ্ণ নাম ॥
একে একে দিন গেল, কিবা ছিল কিবা হ'ল,
কেন আর মিছে ভোল, বল রামকৃষ্ণনাম :—
দেখেছ কি দেখিবে কি, দেখিলে ত সকল ফাঁকি,
আখেরের পথ খরচ বাকী, বল রামকৃষ্ণনাম ॥
বেঁধোনা আর ভ্রমের টাটি, এখন মন কর খাঁটি,
দিনান্তরে হবে মাটি, বল রামকৃষ্ণনাম :—
জপ রামকৃষ্ণনাম, ভজ রামকৃষ্ণনাম,
কহ রামকৃষ্ণনাম, চলে যাও অনন্তধাম,
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে ভাই অবিরাম ॥ ৩৫

ঠাকুরের নামামৃত।

রাগিণী আলেয়া—তাল ত্রিতালী।

মধুর নামে প্রাণ করে শীতল।
নাই ভবে জীবের আর ত সম্বল॥
যে নামে পাতকী তরে, ভাসে শীলা সিন্ধুনীরে,
ভব পারে ভরসা কেবল :—
পাষাণ মানবী হেরি, স্বর্ণময় জীর্ণতরী,
পরশি সে চরণ কমল :—
নামে পূরে আশা, না হয় বিফল॥
চরণে সঁপিয়ে প্রাণ, কর দুখ অবসান,
হও সবে আনন্দে বিহ্বল :—
রামকৃষ্ণনামে কর জনম সফল॥ ৩৬

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

চাহি চরণে তোমার।
দেহ বল দুর্ব্বল প্রাণে গুণ বর্ণিবার॥
মায়াঘোরে ঢাকে আঁখি না দেখি তোমায়,
তোমার কৃপায় তোমারে পায়, নাইত আর উপায় ;—
দয়া করি দাওহে দেখা, নিবারি মোহ আঁধার॥
কলির জীবন এখন তখন সাধন ভজন করি বা কখন,
ভাবি পরকে আপন, সর্ব্বধন কামিনী কাঞ্চন ;—
প্রাণ চায় না যেতে, তোমার পথে, জোর করে নে যাও এবার॥ ৩৭

বেহাগ খাম্বাজ—ত্রিতালী।

ডাকরে জপরে মন প্রাণ ভরে।
সে ধনে যতনে রাখ হৃদয় মাঝারে ॥
জন্মাবধি ছেলে খেলা, সতত জড়িত জ্বালা,
সাধের সংসার মলা বহিছ ধীরে—
পতিত চিন্তিত ভীত বিপদ সাগরে ॥
উপায় ভরসা নাই, বল কার মুখ চাই,
কে দিবে চরণে ঠাঁই; কে দীনে তারে—
ডাক সে অনাথনাথে সদা কাতরে ॥ ৩৮

কীর্ত্তন—একতালা।

প্রেমময় হরি, জীবে কৃপা করি, ধরাধামে হের এসেছে।
পাপী তাপী জনে, যে আছে যেখানে, করুণ বচনে ডাকিছে ॥
কল্পতরু হয়ে, দেখরে দাঁড়ায়ে,
ছল ছল আঁখি চায়।
বাহু প্রসারিত, কে আছ পতিত,
জুড়াও তাপিত কায় ॥
দিন যায় বয়ে, সরল হৃদয়ে,
প্রাণ মন পদে সঁপনা।
কতদিন আর, স'বে দুখ ভার,
রামকৃষ্ণ সাধে বল না :—
হের দীন হীন জন, নাহিক সাধন, কৃপাবারি সবে লভিছে ॥ ৩৯

সত্য ত্রেতা আদি দ্বাপর অবধি, শুনেছি নিয়ম সার।
বিনা নিরশন, কঠোর সাধন, বিভু দরশন ভার॥
অন্নগত জীবে, শক্তি না সম্ভবে,
তাই এলে ভবে, ভক্তি শিক্ষা দিবে,
তাও যেবা নারে, নাম দিলে তারে,
উথলে ভকতি স্মরণে তার॥

বিজ্ঞান ব্যাপিত নেহার মেদিনী,
নাহি চায় কেহ, নীরস কাহিনী,
শুনে সেই বাণী, সত্য হৃদে মানি,
শান্তি আনে প্রাণে শ্রবণে যার॥

বুঝি সে কারণ, পতিতপাবন, আগমন তব ভবে এবার,
বলির বন্ধন, কালিয়দমন, নহে দশানন নাশিবার ;—
বিজ্ঞান জিনিতে জ্ঞান প্রয়োজন,
তেজহীন না করে ধারণ,
সহজে শিখালে, নামে প্রেম ঢেলে,
গলে গেল জ্ঞান বিজ্ঞান আর॥

নতশির জ্ঞান চাহে ও চরণ,
ভক্তি করে ধীরে ও পদ বন্দন,
যুগল মিলন, প্রেম প্রস্রবণ, জ্ঞান ভক্তি একাকার ;—
হের জীব রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার॥ ৪০

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

তব পদে মনসাধে সঁপিনু জীবন।
যথা ইচ্ছা কর প্রভু অনাথশরণ॥
হয়েছি হে দিশেহারা, না দেখি কূল কিনারা,
এ ভব জলধি ধারা বুঝিতে অজ্ঞান;—
হিতাহিত জ্ঞানহীন, মূঢ়মতি অতি দীন,
কুপথে সতত চিত্ত করে হে গমন॥
কি করিব কোথা যাব, কাহার শরণ লব,
কেবা আর আছে বল তোমার সমান;
মন মত্তকরী প্রায়, যথা ইচ্ছা তথা যায়,
কভু নাহি শুনে হায় বিনয় বারণ॥
প্রাণ যাহা নাহি চায়, মন তা করিতে ধায়,
ঘটে দায় তাই নাথ জ্বলি অনুক্ষণ;—
দয়াময় তোমা বিনে, নাহি কেহ ত্রিভুবনে,
দয়াময়রূপ ধরি দাও দরশন
একবার রামকৃষ্ণরূপ ধরি দাও দরশন॥ ৪১

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল একতালা।

বনে বা ভবনে, ডাক যে যেখানে, সরল প্রাণে পেতেই হবে।
গৃহী বা সন্ন্যাসী, ভোগী উপবাসী, সবাই সমান আপন ভাবে॥
ত্যজি পরিজনে, বিজন গহনে, যাহার সন্ধানে অনুরাগী মন,
সংসার মাঝারে, ডাক প্রাণভরে, হের সাথে অনুক্ষণ,—
হলে চুরি ভাবের ঘরে থেকেও কাছে দূরে রবে॥ ৪২

রাগিনী আলেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

পিয়াসী পরাণ পায় পরম রতন।
অনাথ অধীন তরে অভয় চরণ।
প্রাণ মন সঁপে পায়, বিদায় দেরে কালের দায়,
ভুলনা মোহ মায়ায় খোলরে নয়ন ;—
রাথরে হৃদয়ে সদা হৃদয়মোহন ॥
ভাবের ঘরের কপাট খোল, মনের মলা দূরে ফেল,
আনন্দে রামকৃষ্ণ বল ভরিয়ে বদন ;—
অকূলে আকুলে তারে অধম তারণ ॥ ৪৩

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—তাল একতাল।

সাধে সাধ মিটায়ে, রামকৃষ্ণ নাম রদনে ভরে রসনা।
(ওরে রসনা এখন সরস আছ)
ত্যজি বিরস বাসনা, বিষয় কামনা, পরম রতনে মজনা ॥
ওরে মূঢ়মন, খোল দুনয়ন, আপন জনে চেননা।
এ দেহ দুর্ব্বল, রামকৃষ্ণ বল, দিন গেলে দিন ফেরেনা।
অলস ত্যজিয়ে, ভ্রম পাশরিয়ে, রামকৃষ্ণ লয়ে থাকনা।
ত্যজিয়ে অসার, অনিত্য সংসার, রামকৃষ্ণ সার করনা।
বৃথা সুখ আশা, না মিটে পিয়াসা, ভবে যাওয়া-আসা ঘুচেনা।
আজি সবে মিলে, নাচি কুতূহলে, রামকৃষ্ণ বলে ডাকনা ॥ ৪৪

সংকীর্ত্তন।

জয় রামকৃষ্ণ প্রভু, জয় ত্রিলোকের বিভু,
জয় জয় পতিতপাবন।
জয় দর্পহারী হরি, বিপদের কাণ্ডারী,
জয় জয় শ্রীমধুসূদন॥
জয় অগতির গতি, জয় জয় বিশ্বপতি,
জয় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
জয় ভবভয়হারী, জয় জয় ত্রিপুরারি,
জয় জয় প্রভু নারায়ণ॥
তুমি আদি অন্ত জীব, তুমি কালী তুমি শিব,
তুমি হও অনাদি অপার।
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল, তুমি জল তুমি স্থল,
তুমি নাথ জঙ্গম স্থাবর॥
অনল অনিল তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
দুর্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি।
তুমি নিত্য তুমি লীলা, নানা রূপে কর খেলা,
তুমি হও রাসরসেশ্বরী॥
কভু মৎস্য রূপ ধর, কভু কূর্ম্ম কলেবর,
কভু শ্যাম রসিক নাগর।
কভু রাম যীশু শাক্য, বরাহ আল্লা নানক,
কখন বামন রূপ ধর॥
নাম ধর্ম্ম প্রকাশিতে, রাধা প্রেম বিলাইতে,
এলে প্রভু শচিসুত হয়ে।
জগাই মাধাই করি, মহাপাপী গেল তরি,
তোমার চরণরেণু পেয়ে॥

189127
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

ঠাকুরের নামামৃত।

রামকৃষ্ণ রূপ ধরি, হ'লে এবে অবতরী,
নর নারী দুর্গতি হেরিয়ে।
অনাথ পতিত জনে, তারিলে হে নিজ গুণে,
অকূলেতে আকুল দেখিয়ে॥
মোরা দীনহীন অতি, নাহি জানি স্তব স্তুতি,
রাখ সবে পদ ছায়া দিয়ে।
বাসনা সদাই প্রাণে, যাপি দিন গুণ গানে,
দাও বল কৃপা প্রকাশিয়ে॥ ৪৫

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল খয়রা।

সাধন বিনা পায়না তোমায়, সাধন যেমন চায়।
শক্তিহীনে নীজগুণে রাখ রাঙা পায়॥
যে তোমায় পেতে চায়, দেয় বিদায় বাসনায়,
(আমার) অনন্ত বাসনা ধায়, কি হবে উপায়;—
নয়নকোণে কৃপাধীনে হের করুণায়॥
তোমা বিনে ত্রিভুবনে, চায়না কেউ আর মুখ পানে,
(ঠাকুর) কে আর বল দীনহীনে, রাখে চরণে;——
(তাই) পতিত ব'লে নাও হে তুলে তোমারিত দায়॥ ৪৬

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

পড়েছি বিষম টানে কূল কিনারা আছে কি নাই।
না দেখি সহায় সুহৃদ্, কোথা বা কারে সুধাই।
কে যেন বল্‌ছে কাছে, আছি আমি সবার পাছে,
ভয় কিরে তার, নাম যে আমার, প্রাণে রেখেছে;
তৃণ সম ভেসে ভেসে আসবে শেষে আমার ঠাঁই॥

তরঙ্গ সঙ্গ ছাড়েনা,
ফিরে ঘুরে রঙ্গ করে ভঙ্গ মানেনা,
আতঙ্কে অঙ্গ চলেনা ;—
নিরুপায়, ডাকি তোমায়, দিয়ে নামেরি দোহাই ;—
বলি রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বলে ভেসে যাই ॥৪৭

মল্লার মিশ্র—তাল একতালা।

কৃপা সবে সম বরষে যেথা প্রাণ চাহে।
পেলে জীবন তব শরণ সদা কুশল রহে ॥
করুণা অপার, নাহিক বিচার, যে চাহে তুমি তার হে।
সংযোগী বিরাগী, সংসারী বা ত্যাগী, অবারিত কৃপাধার হে ॥
মিনতি চরণে, ভুলনা এ দীনে, না চাহি তব বিরহে।
সম্পদে বিপদে, হরিষ বিষাদে, মতি পদে চির রহে হে ॥ ৪৮

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল একতালা।

অজ্ঞানে আশ্রয় হীনে কে রাখে তোমা বিনে।
ওহে দয়াল ঠাকুর বেড়াও খুঁজে কে ডাকে কাতর প্রাণে ॥
পাপে সদাই মতি ধায়, তাই রেখেছ রাঙাপায়,
জুড়ালে সকল জ্বালা দেখে নিরুপায়,
ঐ নামটী বলে (রামকৃষ্ণ বলে) যাব চ'লে অবহেলে ঘোর তুফানে ॥
শুনেছি সাগর জলে, ভাসে শিলে, একটী নামের গুণে ;—
আমার পাপের ভরা, যুগল ভরা, ভাস্‌ল বিভোর নামের গানে ॥ ৪৯

ঠাকুরের নামামৃত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

তুমি হে দীনের সখা জানি চির দিন।
মোরা দীন বলে তাই ও চরণ চাই, কৃপার অধীন॥
তোমার নামটী শুনে, কতই প্রাণে আশার উদয়,
ডাকি রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ দয়াময়,
নামে দিয়েছে অভয় ;—
ঐ জীব তরাণ মধুর নামে বিভোর থাকি নিশিদিন॥ ৫০

ইমন ভূপালী—মিশ্র কাওয়ালী।

জগজীবন স্বজন তোমারি।
ব্যোম অনিল অনল বারি॥
মোহন মুরলী-ধারী, ব্রজবিহারী,
তপন-তনয়-ভয়-হারী॥
জয় জগতপিতা, জগতমাতা, জগবন্ধু জগদীশ্বরী ;—
রঘুপতি রাবণান্তকারী,
শিব শম্ভু ত্রিপুরারি॥
তুমি মতি গতি, পুরুষ প্রকৃতি,
রামকৃষ্ণ রূপধারী ;—
পতিত চিন্তিত, ভীত অবিরত, চরণ ভিখারী॥ ৫১

পিলু—তাল খং।

খেল্‌তে কি এসেছি ভবে মিছে খেলায় কেন থাকি।
খেলি যদি তারি খেলা, তারে কেন নাহি ডাকি॥

তার খেলা সে খেলে হ'লে, খেলি সবাই তারি কলে,
খেলার ছলে তারেই ভুলে, খেলাঘরের ধুলো মাখি ॥
জন্মাবধি খেলা খেলি, গেলনাত মনের কালি,
তাই বলি ভাই বেলাবেলি, এস ঘুড়ি ছুঁয়ে রাখি ॥
যে খেলেছে তার সনে, খেলার মজা সেইত জানে,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, খেলে একা মুদি আঁখি ॥
ঘুচেছে তার ছেলেখেলা, গেছে বিদায় সকল জ্বালা,
গেছে ধুয়ে মনের মলা, হৃদমাঝে যার কমল আঁখি ॥ ৫২

সিন্ধু ভৈরবী—তাল যৎ।

নাম নিতে যে মন সরেনা তাই ভবে দিয়েছ জ্বালা।
বিনা জ্বালা, হরি বলা, বলুরে না মন এতই ভোলা ॥
সুখসাগরে দিয়ে সাঁতার,
বোঝেনা মন আপন কে তার,
হ'লে বিপদ, তবেই ও পদ,
জগের তবে সার ;—
বিপদ ফুরায় ফিরে না চায়,
খেলাতে সে ধায় সাধের খেলা।
সংসার বিহারে থাকি,
হ'লে বিপদ তবেই ডাকি,
যে বোঝে এ মনের ফাঁকি,
রয়না তার আর মনের মলা ;—
প্রাণ সঁপে সে অভয় পদে, দিবানিশি রয় বিভোলা ॥ ৫৩

...TE OF CULTURE

পিলু বারোঁয়া—একতালা।

ফুরাবে এ সুখের স্বপন।
মায়াঘোরে রয়ে অচেতন॥
দিবানিশি আপনহারা মন,
লয়ে কামিনী কাঞ্চন, দারা সুত পরিজন,
তারা নয় কা'র আপন,—
যবে দিন ফুরাবে, চলে যাবে,
ফিরে না চা'বে তখন॥ ৫৪

সুরট মিশ্র—একতালা।

দয়াময় ব'লে ডাকনা।
কত করুণা, জ্বালা রবেনা,
হবে সফল সকল বাসনা॥
মায়াঘোরে ঘুমায়োনা,
পেয়ে তুচ্ছধন পরমরতন ভুলে থেকনা,
সে বিনে কেউ আপন হবেনা,
ত্যজে অসার, নাম কর সার,
রামকৃষ্ণ নামে মজনা—
বল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বদন ভরে বলনা॥ ৫৫

খাম্বাজ—ঠুংরি।

দীন দু'খী জনে, পামর অজ্ঞানে,
প্রভু তোমা বিনে কে বল তারে।
শান্তিনিকেতন, অভয়চরণ,
অধমতারণ ভব-পারাবারে॥

দাও হে সুমতি, অগতির গতি,
দেখ পাপমতি আঁধার করে।
কর নিবারণ, পতিতপাবন,
উদিত হইয়ে হৃদিমাঝারে॥ ৫৬

সিন্ধু ভৈরবী—ত্রিওট।

মোহন সাজে, ব্রজের মাঝে, প্রেমে বাজাই মোহন বাঁশরী।
প্রেমভিখারী, প্রেম তরে ফিরি, প্রেম ধরি প্রাণ ভরি॥
প্রেম দিতে যে চায়, সে আমারে পায়,
প্রেম বিনা আর তায় নাহিত উপায়,
প্রেমেতে ধরেছি গোপিকার পায়,
সাজি সাধে প্রেমের প্রহরী॥
কোথা ব্রজেশ্বরী, প্রেমের কিশোরী,
রেখে সতী পতি হলেত আমারি,
যে সকল ত্যজে, প্রাণ দিয়ে পূজে,
সে আমার আমি তারি॥ ৫৭

কাফি সিন্ধু—যৎ।

আদরে ধরেছে চরণ হৃদয় মাঝারে।
ভোলা ছাড়বেনা দেবেনা সে, প্রাণ ধরে কারে॥
চায়না রতন ধন, ভুজঙ্গ ভূষণ,
নাই অশন বসন শ্মশানে ভবন,—
দেখে বিষময়ী, ব্রহ্মময়ী তার বুকে তাই বিহরে॥

ছাই মাখে সে গায়, হাড়মালা গলায়,
প্রাণ প'ড়ে তার ব্রহ্মময়ীর পায় ;—
দিয়ে সকল বিদায়, শুধু সে চায়,
এলোকেশী প্রাণ ভরে ॥ ৫৮

পাহাড়ি—একতালা।

ছিলনা যতন ঐ চরণ পেতে।
বল কোন গুণে হে দয়াল ঠাকুর দিয়েছ আপন হতে ॥
তোমারি ভাব বোঝা না যায়,
যুগে যুগে চায় যে তোমায় তবেই সেত পায়,
এখন চায়না ব'লে সেধে দিলে দেখে নিরুপায়,
খুঁজে পেতে বিধিমতে চরণ দিতে পতিতে ॥ ৫৯

জয়জয়ন্তী—যৎ।

পায় যদি প্রাণ উধাও হয়ে ধায়।
চায়না কারে, শুধুই তারে, আপন প্রাণ বিলায় ॥
যবে মন ষোল আনা চায়,
হৃদয় মাঝে, হৃদয়চাঁদে নেহারে হেলায়,
যেমন স্থির জলে, শশী খেলে, পূর্ণ প্রতিমায়,
হিল্লোলে চঞ্চল চলে, সে ছবি লুকায় ॥
যবে সতী প্রাণপতি হারায়,
অনাথিনী পাগলিনী প্রায়,
কিম্বা জলে মগ্ন হ'লে প্রাণ যে করে তায়,
সেই প্রাণে যে ডাকে তারে তখনি সে দেখা পায় ॥ ৬০

সংকীর্ত্তন।

দু'খ তমোরাশি, গিয়েছেরে মিশি,
রামকৃষ্ণ নাম তপনকিরণে।
আয় সবে মিলি, রামকৃষ্ণ বলি,
মনোসাধে খেলি প্রকৃতিবিপিনে॥
লতিকার কোলে, ফুলবালা দোলে,
রস ঢুলি মোরা সে কুসুম সনে।
বিপিন মাঝারে, ধরি পিকবরে,
দাও নামসুধা ঢালি তা'র প্রাণে॥
অটবী উপরি, পুলকেতে পুরি,
গাইবে সে নাম ললিত পঞ্চমে।
কোকিলের ধ্বনি, রামকৃষ্ণ ধ্বনি,
মাতাবে ভুবন রামকৃষ্ণ প্রেমে।
ধরি চাতকেরে, শিখাইয়া দেরে,
রামকৃষ্ণ নাম কহি কাণে কাণে।
সুনীল অম্বরে, গা'বে উচ্চৈঃস্বরে,
রামকৃষ্ণ নাম আপনার মনে॥
নবীন নীরদে, লিখেদে লিখেদে,
রামকৃষ্ণ নাম চপলা অক্ষরে।
দামিনী চকিলে, হেরিব সকলে,
রামকৃষ্ণ নাম প্রফুল্ল অন্তরে॥
চল বাতভরে, গগন উপরে,
বিতরিগে নাম তরিকা মাঝারে।
আঁক সুধাকরে, সুধার উপরে,
রামকৃষ্ণ ছবি সুধা যাহে ক্ষরে॥

ঠাকুরের নামামৃত।

শুক্ল তিথি সাঁঝে, রামকৃষ্ণ সাজে,
উঠিবে চন্দ্রমা গগন মাঝারে।
শশধর কোলে, রামকৃষ্ণ খেলে,
হেরিয়ে মাতিবে সবে চরাচরে॥
জীবের হৃদয়ে, ভক্তি তুলি দিয়ে,
মদনমোহনে লিখ সযতনে।
রামকৃষ্ণ বলি, দিয়ে করতালি,
এস সবে নাচি মাতোয়ারা প্রাণে॥ ৬১

খাম্বাজ বাহার—একতালা।

ফুল্লপ্রাণে, মধুর তানে, গায় বিহগ গহনে।
গায় যশঃরাশি, রবি তারা শশী, গ্রহগণে গগনে॥
অনিল ধায় ফুল দোলায়, কহে ধীরে তায় সৃজন যার,
অলি গুণ গুণে, উষা সমীরণে, মহিমা তাঁর বাখানে॥
অধীরা ধরণি নিয়ত ধায়, সে জানে সে চলে কার কথায়,
নগ নতশিরে, দামিনী শিহরে, ব্যাকুল জলধি চুমিতে চরণে॥
দীন হীন জনে, আকুলিত প্রাণে, নিরুপায় যবে চায় মুখপানে
কৃপাময়,কৃপাবারি বরিষণে, জুড়াও তাপিত জীবনে॥ ৬২

বারোঁয়া মিশ্র—একতালা।

রসনায় নাম পরশে তরে যায়।
মনে বা শ্রবণে, শয়নে স্বপনে, ধ্যানে কিবা ধারণায়॥
সই গুণধাম, সম সব নাম, যে ভাবে যে চায়, সে ভাবে সে পায়,
নাম তায়, নিমিত্ত উপায়।

সাধন ভজন, চাহে কোন জন, করে কেহ সাধে নাম আলাপন,
কি নাম না জানে, দৈবে উচ্চারণে, লভে চির করুণায় ;—
সরল প্রাণে আপনি সে বলায় ॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কিবা কায়মনে, ভ্রমবশে রসনায়,
পরিহাসছলে, নাম তার নিলে, অবহেলে পায় চরণ কৃপায়,
যদি রয়না চুরি ভাবের ঘরে তায় ॥ ৭৩

কাফি সিন্ধু—খং।

যা বল সে একই সকল।
যদি ভাবের ঘরে না রয় গোল ॥
গুরুদত্ত আপনজনে, ডাকলে পরে শোনেই শোনে,
সরল প্রাণে হয় না বিফল ;
প্রাণ যদি ধায় কণের তরে, দয়াল ঠাকুর রইতে নারে,
আদর করে কাতরে দেয় কোল ;
(আজি) শরণ নিয়ে চরণ তলে কররে জনম সফল ॥ ৭৪

মঙ্গল বিভাষ—খং।

ডাকরে জপরে মন দিন যে ফুরায়ে যায়।
যে নামে যে ভাবে ডাক, সেত তাতেই শুনতে পায় ॥
না বাধে তার নাম ভেদে, ঈশা মুশা মহম্মদে ;
কালীতারা হরিপদে, সম সে উপায় ॥
যতই ধরম ভবে, নহে কেহ একভাবে,
মতভেদে একেরই পূজায় ;—
নানা ফুলে গাঁথা মালা একটী সূতার বাঁধন তায় ॥ ৭৫

কুকুভ—একতালা।

এ ধরা তোমার, এস বারে বার,
দেহ ধরি হরি হরিতে ভার।
বেদের উদ্ধার, অবনী আধার, দানব দুর্ব্বার করিতে সংহার,
বলি ছলি কর পাতালে বিহার, দয়াময় তব মায়া বুঝা ভার ॥
তুমি ভৃগুপতি ক্ষত্রিয় নিধনে, তুমি রঘুপতি সত্যের পালনে,
তুমি যদুপতি হেরি বৃন্দাবনে, প্রাণ হরি গোপিকার ॥
বুদ্ধরূপে জীবে অপার করুণা, অহিংসা ধরম পরম ঘোষণা,
নদীয়ায় গোরা, প্রেমে মাতুয়ারা, বিলাইলে প্রেম ফিরি দ্বারে দ্বার ॥
আগমন ভবে যবে প্রয়োজন, দুষ্কৃতি দমন, ধর্ম্মের স্থাপন,
সাধন ভজন, বঞ্চিত যে জন, রামকৃষ্ণ পদ সার ॥ ৬৬

সুরট মোল্লার—মধ্যমান।

একি স্বপন, কোথায় রতন, হৃদয় আসন শূন্য ক'রে।
যে ফুলহারে, সাজায়ে তোমারে হেরিতাম মনসাধে নয়ন ভরে;—
আজি সে কুসুমহার পরাণ বিদরে ॥
আর কে আমায় আমার ব'লে, আদর ক'রে কোলে তুলে,
মুছায়ে সকল মলা জুড়াবে জীবনে;—
ছিলেনা ত নিদয় এত, কোথায় লুকালে নাথ,
এস নাথ এস ফিরে ক্ষণেক তরে;—
ধোয়াব চরণ দুটি আজি আঁখিনীরে ॥ ৬৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আপনি পাগল পাগল করে সবারে।
এমন প্রেমের পাগল হয়নি রে আর, প্রেম বিলায় যারে তারে॥
কিভাবে সে বিভোর কে জানে, ধারা বহে নয়নে,
দীনের ব্যথা সয় প্রাণে প্রাণে ;—
বলে না হয় যদি সাধন ভজন, ভার দিবি আয় আমারে॥
দীনের দুঃখ আরত রবে না, অভয় চরণ কারো নয় মানা,
কাতর প্রাণে ডাক্‌রে রসনা ;—
সুধামাখা মধুর নাম বলরে বদন ভরে॥
বল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলরে বদন ভরে॥ ৬৮

তৃতীয় খণ্ড।

ইমন ভূপালী—আড়া।

ভব-পারাবারে।
এক কাণ্ডারী হরি অকূল পাথারে॥
দীন জন চরণ চাহে, মুখ চাহে সকাতরে,
বিতর করুণা, অনাথ নাথ দীন পরে॥
মোহিত চিত অবিরত মগন আঁধারে,
মোহন মূরতি বিমল ভাতি বিকাশ অন্তরে॥
দিতে পদাশ্রয়, ওহে দয়াময়, উদিত ধরায় বারে বারে।
গোলোকবিহারী, নররূপধারী তাপিত তরে॥ ৬৯

ঠাকুরের নামামৃত।

সিন্ধু খাম্বাজ—ত্রিতালী।

দিন সমাগম ধীরে।

গাবে নাম সবে ঘরে ঘরে ॥

মোহ-তিমির বিনাশি কৃপা-অরুণ বিকাশি,

অভেদ জ্ঞান সঞ্চারে, মোহিত ভকত নেহারে ॥

দীন ভারত দুখবারী, রামকৃষ্ণ নাম দুখহারী,

গাও সাধে বিলাও সবারে দূর পারাবার পারে ॥ ১০

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কে বলে পায়না চরণ চায়না ব'লে।

রাখ পায়, চায় বা না চায়, আপন কৃপায় অবহেলে ॥

রাখতে রাঙ্গা পায়, তোমারি ত দায়,

জীব তরাতে আপনি ধরায়;—

বোঝ প্রাণের জ্বালা প্রাণে প্রাণে,

দীনের দুখে প্রাণ গলে ॥ ১১

খাম্বাজ—একতালা।

সাদায় কালি সাধ ক'রে।

ভবের বাজার বিষম ব্যাপার নাই কিছু জমার ঘরে ॥

খসড়া খতেনে, গোঁজামিলনে, লাভ ছিল মনে,

(শেষে) বাকি টেনে, রুজু ধরে, নিকেস দিতে প্রাণ ডরে ॥

ঋণদায় প্রাণ যায়, রাখ রাঙ্গাপায়,

দিতে অব্যাহতি জগপতি তোমারি ত দায়,

(দেখ) পাওনাদারে ঐক্য করে, এল শমন শিয়রে ॥

বিপদ ভঞ্জন, এ সময় চাহি দরশন,
সহায় সম্বলহীনে দেহ শ্রীচরণ,
(পেয়ে জীবতরাণ মধুর নাম নামের গুণে যাই তরে ॥ ১২

টোড়ি।
আলেয়া—আড়া।

নিবারি নয়ন বারি দিয়ে দরশন।
বল নাথ কেন হলে নিঠুর এমন ॥
যবে কেঁদে তব পদে লয়েছি শরণ,
মুছায়ে নয়নবারি করিলে আপন ;
কেন ফিরে দুখনীরে আজি নিমগন ॥
ছিল মনে যদি এত, দিলে কেন অভয়পদ,
না পেয়ে কেঁদেছি কত, পেয়ে পুন কাঁদি কেন ;
কাঁদান তোমারি সাজে, দুখে সুখে চিরদিন ॥ ১৩

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

(সারা হয়ে) সার করেছি ও চরণ।
আপন হতে তুমি হে আপন ॥
নাহি কোন ঠাঁই, কোথা বা জুড়াই,
কোথা যাই কারে বা সুধাই,
কাঙ্গাল ব'লে কোলে তুলে, জুড়ালে তাপিত জীবন ॥
দীনের দায় এসেছ ধরায়, দীন হীন মুখ পানে চায়,
সঁপেছি প্রাণ রাঙ্গা পদে, না জানি সাধন ভজন ;
বলি রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ প্রাণধন ॥ ১৪

খাম্বাজ ভূপালী—ত্রিতালী।

মন নীরব নিয়ত বিহার।
মুদি নয়ন নিরঞ্জন নেহার ॥
তুচ্ছ কর মন, কামিনী-কাঞ্চন,
মধুসূদন চরণ সার;—
দীন হতে দীন, রহ কৃপাধীন,
অভিমান দূর পরিহার:—
লভ শান্তি বিমল অনিবার ॥ ৭৫

কাফি খাম্বাজ—খং।

বিনা যতন রতন বাসনা।
সাধনের ধন সাধের রতন সাধ ক'রে হারায়োনা ॥
রত্নাকরে ধরে যে রতন,
মেলে সে অতল জলে হ'লে নিমগন,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে তার রতন দেখা হবে না ॥
নেহারি রতন, ফুরাবে আপন,
নুনের পুতুল অকূলে যেমন;—
যায় গলে সে গেলে তায় সাগর বাড়ে কমে না ॥ ৭৬

খাম্বাজ—ত্রিতালী।

মন ত মনের মত হ'ল কই।
আপন যারা, ছ'জন তারা, নয়ত রিপু বই ॥
অসার সংসার, অশান্তি আগার,
লক্ষ্যহীন ফিরি দ্বারে দ্বার,
নাহি চায় মুখপানে, যেন আমি কা'র নই ॥

বাসনা বিলাস, বাড়ে অভিলাষ,
বৃথা ফাঁস সোনা করি আশ,
বিনাশিতে কোনমতে, অভিমানে সারা হই॥
তত্ত্ব-পথে ধায়, অনিত্য না চায়,
নত মন নিত দীনতায় ;—
সে ভাবে অভাব হেরি, মরমেতে মরে রই॥ ৭৭

খট্ ভৈরবী—খং।

ভুলিসনে ভুলিসনে ও মা আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে কোলে নিস মা ছেলে ব'লে॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয় না মনে বারেক ডাকি,
দয়াময়ি দিসনে ফাঁকি, ভুলিসনে মা দিন ফুরালে॥
খেলাঘরের ধূলোখেলা, যত খেলি ততই জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ বেলা, চরণ দিস মা চরমকালে॥ ৭৮

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

কে তুমি নবীন যোগী মন কেড়ে নাও জোর ক'রে।
একি সংযোগী বিরাগী দেখি সর্ব্বত্যাগী একাধারে॥
ভেকের বিধান নাই,
দাওনা ধরা বিধিমতে সবারি গোঁসাই,
এল দলে দলে চরণতলে শিক্ষা দিলে সবারে ;—
"বাঁধে দল বাঁধা জলে রয়না স্রোতের মাঝারে"॥
শত সম্প্রদায়, কত আসে যায়,
তত্ত্বকথা কাতরে সুধায়,

বলে, "ডাক সবে, আপন ভাবে, ইষ্ট পাবে অচিরে ;—
যে ডাকতে নারে, ডাক তারে, বকলমা দিক আমারে" ॥
স্থূলে বহু মূলে একাকার" অভেদ প্রচার,
ঈশা মুশা হর হরি একা নির্ব্বিকার,
হেরে সে সরল প্রাণে "নাই চুরি যার ভাবের ঘরে" ॥
দেহ পরিচয় ধর্ম্ম সমন্বয়,
বিনা ইষ্ট কে আর ইষ্ট বিলায় সাধ্য নরে নয় ;—
তুমি ইষ্টদাতা রামকৃষ্ণ তাপিত তারিবারে ॥ ৭৯

সিন্ধু খাম্বাজ—ত্রিতালী।
দীন শরণ চাহে চরণে।
বঞ্চিত বাঞ্ছিত পদ রবে কেমনে ॥
সাধ্য নাই সাধন ভজনে,
রাখতে পায় তোমারই দায় আশ্রয় হীনে,
দয়া কর দীননাথ দীন জনে ;
তোমার নামটি নিলে হৃদয় গলে আশা হয় প্রাণে ;—
ওহে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জানিনা তোমা বিনে ॥ ৮০

সুরট খাম্বাজ—একতালা।
হৃদয় বিহারী।
শোক তাপ পাপহারী ॥
জগবন্ধু জগতপিতা, সত্য-সনাতন বিশ্ববিধাতা,
শান্তিদাতা ত্রাসত্রাতা, অকূল-কূল কাণ্ডারী ॥
দেহ দীনে অভয় চরণ, বিতর করুণা কৃপা-নিধান,
সাধন ভজন বিহীন কারণ, রামকৃষ্ণ রূপধারী ॥ ৮১

আশোয়ারি টৌরী—যৎ।

নাহি জাতি শিশুমতি যবে।
বসুমতী সতী সবে সম প্রসবে॥
শিশুমিলে শিশুখেলে, নাহি চায় কোন কালে,
কি জাতি ধরম তার জনম কুলে;
যৌবনে যুবতী সঙ্গ, অবিরত রসরঙ্গ,
অনঙ্গ ভুজঙ্গ ভঙ্গ সরল ভাবে॥
জাগে যত অভিমান, অবিদ্যা সেবিত জ্ঞান,
জাতি কুল মান ভাণ, প্রবল জীবে;—
প্রকাশিলে শুকতারা, অবশে চৈতন্য হারা,
অভাবে আপন যারা, স্বভাবে যাবে॥ ৮২

পিলু বাঁরোয়া—যৎ।

লুকোচুরি প্রাণে প্রাণে সে ঠকেনা আপনি ঠকি।
সদর ভেতর আসল নকল,
ঠিক বেঠিক,না ঠাউরে দেখি॥
আঁধার থেকে আলোয় এসে,
আবার কালো ভালবেসে,
মিছে দৈত্যের হাঁসি হেঁসে,
লোক দেখান বাসে ঢাকি॥
তত্ত্ব-পথে চলাচলি, কোথা যেতে কোথায় চলি,
রয়ে গেল মনের কালী, বাসনার কি বিষম ফাঁকি॥ ৮৩

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

জীবের জীবন ভুবনে।

সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণে॥

কর্ম্মফলে জন্ম সে কুলে, আচার ব্যবহার জানি জাতি বলে;

লোকাচার উচিত তা হলে;—

সীতা সতী পশে অনলে,

আপনি হরি দেহ ধরি মানে যতনে॥

ব্রহ্মজ্ঞানে ঘুচে অভিমান—

নাহি রয় ঘৃণা লজ্জা ভয়, পরাজয় জাতি পরিচয়,

খসে ফল পাকা যেমন, রয় না বোঁটার বাঁধনে॥ ৮৪

মোহিনী বাহার—ঝাঁপতাল।

প্রেম নিবি ত আয়।

দয়াল ঠাকুর দয়া ক'রে প্রেম বিলায়ে যায়॥

কেন ভবে এ যাতনা,

ফুরালে দিন আর পাবে না,

বারে বারে আনাগোনা হ'ল না উপায়॥

সংসারে শতেক জ্বালা র'য়ে গেল ছেলেখেলা,

তবে কেন যাবার বেলা, যাবি না রামকৃষ্ণ পায়॥ ৮৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

প্রজাপতি।

বিকাশ হৃদয়-কলি কর মিনতি।

দিনকর নিত করে, সুধাকরে সুধাকরে,

মেদিনী কুসুম হারে, করে আরতি॥

কাতর ভারত হিয়ে, আছে তব মুখ চেয়ে
তোমার নির্ব্বন্ধ ল'য়ে, সৃষ্টি স্থিতি ॥
সৃজন পালন, অনাদি কারণ,
পতিতপাবন, অগতি গতি ॥ ৮৬

খাম্বাজ—যৎ।

সাধ করে পরেছি এ ফাঁস পাস করে।
হতে মজা, হ'ল সাজা, ঝরে আঁখি আথেরে ॥
কপালে হলুদ ঘসে, হাতে দড়ি অধিবাসে,
সাত পাকেতে বিপাক সুরু, কানমলা সেই বাসরে ॥
অন্নচিন্তা সার, নিরুপায় ফিরি বারেবার,
দাস হতে দরখাস্ত হাতে, আপিসের দ্বারে দ্বারে ॥ ৮৭

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

সরল প্রাণে শিখায় চাতুরি।
শিক্ষাদাতা মাতা পিতা মমতার বলিহারি ॥
পবিত্রতাময়, হবে পরিণয়,
প্রাণে প্রাণে প্রাণ বিনিময়,
অর্থপণে কেনা বেচা, আজি তার দোকানদারি ॥
কন্যাভারে সহি অপমান,
বিষম জামাতা-পিতা পাষাণ পরাণ,
এ ঠাঁই হয় না প্রেমের স্থান ;—
বুঝে সে অবলা বালা, হ'ল পিতা ভিখারি ॥ ৮৮

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

লাগে ভাল বুড়োর কথা বাসি হ'লে।
মনে রেখ মিলিয়ে দেখ বিপদ কালে॥
সংসারে সুখ পাবে যদি, শিখ্‌তে হবে নিরবধি,
কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরে যায়, পাকা হলে বোঝা চলে॥
তুফানে তরী চলে, বাঁচে পাকা মাঝি হ'লে,
ভাঙ্গতে কাঁটাল হাত দেবে তেলে;
দলে পদতলে ভুজঙ্গেরে ধূলপড়া বলে॥
বুকপাতে যে বজ্রাঘাতে, জানা চাই তার বিধিমতে,
স'বে কি ভাঙ্গিবে আঘাতে;—
বুঝে কর, কেন মর মায়ারই ছলে॥
মিছে ক্ষণসুখ তরে, কেন ফিরে আঁখি ঝরে,
বুঝেছি তাই বুঝাই তোরে, ভালবাসি ব'লে॥ ৮৯

খাম্বাজ—একতালা।

হরি তোমা বিনে।
আর কে রাখে দীনে চরণে॥
চায়না মুখপানে আপনজনে॥
বড় আশে এসেছি হে, তোমার অভয় নামটি শুনে।
এখন যা করহে দীনবন্ধু, অনাথ আশ্রয় হীনে॥
না জানি সাধন ভজন, বৃথা এ জীবন ভবে,
ভরসা তোমারি নাম, প্রাণভরে বলি বদনে।
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলি বদনে॥ ৯০

আলেয়া—আড়া।

বিতরি করুণাকণা, দেহ দরশন।
অচেতন জীবগণ কর সচেতন ॥
তরুণ অরুণ করে, ধরণী কি শোভা ধরে
সেই করে সুধাকরে সুধা বরিষণ ;—
উদি দেব তমোহর, হৃদয়-তামসী হর,
অজ্ঞান আঁধার দূর ভাতিলে কিরণ ॥
শত শত পৃথ্বী কত, নত শিরে অবিরত,
তব প্রদক্ষিণ-রত ব্রহ্মরূপ জ্যোতি ঘন ;
নলিনী সরসী নীরে, বিকাশে ওরূপ হেরে,
মম হৃদি কমলেরে বিকাশ তেমন ;—
ফুল্ল হৃদাসনে সাধে আসিবে হৃদি-রতন ॥ ৯১

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

শরীর ধারণ, তাহে প্রয়োজন,
রসনা তোষণ নয়।
বাসনা বিহীন, না রহে যতন,
আকিঞ্চন নাহি তায় ॥
মগ্ন চিত মন, চাহে নিরঞ্জন,
নিরশনে কিবা ভয়।
তুচ্ছ দেহ কায়, চৈতন্যে মিশায়,
শতধারে প্রেম বয় ॥ ৯২

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

হলে বাদ ভবের সুবাদ থাকে কি সাধ আর।
সুস্বাদ বিস্বাদ বিবাদ ঘুচে যায় তার॥
মন যদি ফাঁকের ঘরে, ফেরে না আর ভোগের ফেরে,
ধায় না ফাঁকা সুরের তরে, নাম সুধা সার॥
শুচি অশুচি বিকার, রুচি অরুচি বিচার,
পরিহরি লোকাচার, নাম রসে বিহার॥ ৯৩

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

যবে জঠর জ্বলে।
কোথা যুক্তি সেথা চলে॥
যায় না জাতি, যবন যদি, পরশে সে কালে,
যায় যায় প্রাণ ক্ষুধানলে॥
সত্ব রজ তম, যে গুণে জনম,
সে রূপ নিয়ম পালে ;—
রুচি শুচি ভাব, অভাব প্রভাব,
প্রকৃতি সনে মিলে।—
যোগী অবহেলে, সুখ স্বাদ সাধে ঠেলে। ৯৪

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

রসনা রসনা বশে বল রে মন হরি হরি।
সাধ করে নয়, জোর করে হয়, বল রে মন হরি হরি॥
যা হবার তা হয়ে গেছে, কেন্ রে আর ভাব মিছে,
ফিরে শমন পাছে পাছে, বল রে মন হরি হরি।

ভব পারাবার পারে, আছে কি তোর তরিবারে,
ভরসা অকূল পাথারে, একা অকূল কাণ্ডারি ;—
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সহায় সে চরণ তরি ॥ ৯৫

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

নিরত রহ বিরত চিত অবিরত হরি চরণে।
অবোধ মন, রহ অনুক্ষণ হরি পদ সুধা পানে॥
অসার সংসার, কর পরিহার, সুধা ভ্রমে কেন হলাহল সার,
বিষয় সুখ, রহ বিমুখ, কামিনী কিবা কাঞ্চনে॥
গুণ গুণ স্বরে, বিভোর অন্তরে, মাত হরিগুণ গানে,
বিনাশ ভ্রান্তি, বিমল শান্তি, চরণামৃত সেবনে॥ ৯৬

সুরট খাম্বাজ—ত্রিতালী।

সে উদয় হলে হৃদয় খোলে এই ত সবাই কয়।
বলিহারি কি চাতুরী কোথাও খোলে কোথাও নয়॥
দিনমণি কিরণ মালায়, সলিলে কমল হাসায়,
বিনা নীরে নলিনীরে, সে পেলে পোড়ায় ;—
চায়না ভানু, কমল তনু, মূল যদি নয় রসময়॥
যবে হৃদি কমল ভাসে, ভক্তি সলিলে বিকাশে,
প্রেম লহরে আপনি হাসে, বিনা সে রস বিরস রয়॥ ৯৭

পিলু বাঁরোয়া—যৎ।

বোঝেনা মন আপন ছলা, বুঝবে কি আর অন্য জনে।
সাদায় কাল খেলায় ভাল, লুকোচুরি প্রাণে প্রাণে॥
সুরধুনী তীরে নীরে, জপমালা ফিরে করে,
পোড়া আঁখি ধায় ধীরে, রূপসী রমণী পানে॥

ঠাকুরের নামামৃত।

মন যদি না মানা মানে, কাজ কি আমার এমন মনে,
দিব বিদায় অযতনে, ঠাঁই যদি পাই শ্রীচরণে ॥ ৯৮

পাহাড়ী মিশ্র—আড়া।

কেন দিয়ে ছিলে দেখা না হ'ত ত ছিল ভাল।
এত আশা ভালবাসা সকলি আজি ফুরা'ল ॥
বল নাথ অভিমানে, কেন আজি ধরাসনে,
নাহি সে মধুর হাসি ফুল্লবদনে ;—
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
জনমেরি মত হেরি শ্রীমুখকমল ॥
যাবে নাথ যাবে চলে,
রেখ মনে অনাথ বলে,
তোমাহারা বহে ধারা, দহিছে স্মৃতি অনল ॥ ৯৯

সংকীর্ত্তন—সুরট খাম্বাজ।

এমন সাধের রতন, মন হারায়োনা অবহেলে।
হবেনা, দিন রবেনা, ওরে বলে নেরে সময় কালে ॥
দেখরে দেখরে দাঁড়ায়ে শিয়রে,
বলে মোরে নিবি আয়,
সে যে দয়াল ঠাকুর জীব তরাতে এসেছেন ধরায় ;—
বলে সাধন ভজন, শকতি বিহীন, কর নাম প্রাণ ভরে,
যে না পারে বল তারে, বকল্‌মা দিক আমারে ;—
(এমন দয়াল ঠাকুর হবে না রে)
তাই সবাই মিলে হৃদয় খুলে,
ডাক রে রামকৃষ্ণ বলে ॥ ১০০

পরিশিষ্ট।

ঝিঁঝিট—মিশ্র-খাম্বাজ।

কেন অভিমানে।

সাজেনা এ সাজে নাথ বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥

যে চরণ হৃদে করি, আছি হরি প্রাণ ধরি ;

বঞ্চিত শ্রীপদ আজি কি দোষে আশ্রিত জনে।

তব সুধামাখা কথা, নিবারিতে মনব্যথা ;

রহিল অন্তরে গাঁথা দহিতে জীবনে॥

কোথা সে মধুর হাসি, বারেক জুড়াও আসি ;

কেন হে হৃদয়-শশী নিদয় কাঁদাতে দীনে।

না হল সাধন, না হল ভজন, আশা বিসর্জ্জন আজি রাঙ্গা পায়।

শ্রীমুখ স্মরিয়ে, এ পাষাণ হিয়ে,

বাঁধি নাথ তব নাম ভরসায় :—

পতিত চিন্তিত চরণ আশ্রিত ;

যা কর হে নাথ নিজ করুণায়,

মিনতি চরণে, (দাসে) দেখো রেখো দীনে ;

তোমা বিনা কেবা চায় মুখপানে॥ ১০১

(রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি রেঙ্গুন)

ছায়নট—মধ্যমান।

আমায়—নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।

যেখানে যাই, সে যায় সাথে,

আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে॥

মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কত রাখে আদরে ॥
আমি জান্‌তে এলেম তাই,
কে বলে রে আপন রতন নাই;
সত্যি মিছে দ্যাখ্‌না কাছে, কচ্চে কথা সোহাগ ভরে ॥ ১০২

সাহানা—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী-ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি;
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী, সাধ,—ধরি হৃদিপরে ॥ ১০৩

সংকীর্ত্তন।

গগনভেদী উঠেছে জয় রব।
আজ যোগোদ্যানে (হৃদি) রামকৃষ্ণ উৎসব ॥
মত্ত ধরা সসাগরা পরশে শ্রীপদ,
নাই ত আর ভবসিন্ধু হয়েছে গোষ্পদ,
ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম পরম সম্পদ;
ধন্য যোগোদ্যান, রামকৃষ্ণ-অধিষ্ঠান,
গাওরে নাম বদন ভরে শীতল কর প্রাণ;—
মানবে কভু ভবে পায়নি এ অতুল বিভব ॥

তর্ক ছটা বাক্য-ঘটা সকল ছুটেছে,
জ্ঞান-অরুণে ভক্তি-জলে কমল ফুটেছে,
অভিমান আপনি টুটেছে,
প্রেমের মধু উথ্‌লে উঠেছে ;—
মন বুঝেছে তার চাতুরী, ভাবের ঘরে নাইকো চুরি,
জয় জয় রামকৃষ্ণ বল, নাম অতি দুর্লভ।—
নামে আনন্দ-অর্ণব ॥ ১০৪

কৌমুদী-খাম্বাজ—একতালা।

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকনা থেকনা তাহে বিভোর ॥
জনম মরণ বিষম ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযূষ-পিও শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবেনা তোর ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ শান্তিজ্বালা দ্বন্দ্ব খেলা মাঝে নাহিক নিস্তার।
জ্ঞান-কৃপাণে পরম যতনে কাটরে কাটরে করম-ডোর ॥
রামকৃষ্ণ নাম বলরে বদনে, মোহেরি যামিনী হইবে ভোর।
দুঃস্বপন জ্বালা রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর ॥ ১০৫

রামপ্রসাদী—লুম-ঝিঁঝিট—দাদরা।

কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ॥
যাগ যজ্ঞ তপোযোগ, সকলি হয় কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম তোমার মর্ম্ম কি পায় তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পারে ॥
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারি ধারে ॥

ঠাকুরের নামামৃত।

তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে ॥
তব কৃপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি, এস ব'স হৃদমাঝারে ॥ ১০৬

গৌরসারঙ্গ—ঠুংরি।
(তোটক্)

১

ভবসাগর তারণ কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

২

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

৩

মন-বারণ-শাসন অঙ্কুশ হে,
নর ত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।

৪

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

৫

রিপু-সূদন-মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয় দায়ক হে,
ত্রয় তাপ হরে তব নামগুণে ;
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

৬

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

৭

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

৮

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ১০৭

INSTITUTE OF

প্রার্থনা।

তোমায় আর কি দিব হে,
রয়েছে নয়নজল চরণ ধোয়াব হে—
হৃদি-সিংহাসনে বসায়ে যতনে
রামকৃষ্ণ তোমায় পূজিব হে—
আমি প্রাণের ব্যথা জানাব হে॥
তুলসীর হারে চন্দনে আদরে,
রামকৃষ্ণ তোমায় সাজাব হে,
তোমায় লয়ে আমি মরিব হে—
আমি সকল জ্বালা জুড়াব হে॥ ১০৮

বিরহ।

তুমি গেছ চলে চেয়ে আছি পথপানে,
বারেক হইলে দেখা ধারা বহে দুনয়নে।
কেন হেন অদর্শন পেয়েছ কি অযতন,
অভিমানে গেছ তাই ব্যথা দিয়ে সর্ব্বজনে।
কোথা হে হৃদয়-সখা ক্ষম দোষ দাও দেখা—
জাননা কি অভিলাষী তব মুখ দরশনে॥ ১০৯

সংগীত।

যতন জানি কি তোমার,
প্রেমহীন স্বার্থযুত অতি দুরাচার।
আমি অতি অভাজন না জানি স্তুতি পূজন,
অহংতত্ত্বে সদা মত্ত বিবেক বিকার—

ওহে নাথ নিজ গুণে এস বস হৃদাসনে
কাড়ি লহ প্রাণমন সর্ব্বস্ব আমার ॥ ১১০

জয়জয়ন্তী—একতালা।

আমি সাধে কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে পরাণ বাঁধি ॥
বিদায় দিছি পাষাণ-প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
যুল্ল ফুলহারে, সাজাইব কারে—
পোড়া বিধি, হল বাদী ॥
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
ঢলে ঢলে ঢলে, নাচ কুতূহলে,
এস গুণনিধি সাধি ॥
চলে গেলে আর এলে না, জীবত হরি নাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, যদি দীন-হীনে,
কর পদে অপরাধী ॥ ১১১

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ।
হয়েছি রতন-হারা, বিহনে যতন ॥
সেই রবি শশী তারা, সেই ধরা ফুলহারা,
বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন।
সেই পক্ষীকুল কল, অনিলে দোলে কমল,
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥

ঠাকুরের নামামৃত।

রসিক প্রেমিকবর, জন-মন-ফুল্লকর,
ধরেছিলে কলেবর, আমার কারণ।
তব প্রেম নাহি মনে, ভুলে আছি তোমা ধনে,
শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ তোরে মন॥ ১১২

সঙ্কীর্ত্তন।

মানস-কুসুম করিয়া চয়ন, এসেছে দীন ভকত-কুল।
শোণিত চন্দনে মিশায়ে আজিকে পূজিতে নাথ পদ-রাতুল॥
ভাব-শ্বাস ধূপ যাইতেছে বয়ে, নয়ন-দৃষ্টি জ্বলে দীপ হ'য়ে,
জয় রামকৃষ্ণ মধুনাম লয়ে, গাইছে রসনা হয়ে আকুল।
সদা অশ্রুজল সম্বল যাদের, জাহ্নবী যমুনা কি কাজ তাদের,
ধর ধর নাথ নীর হৃদয়ের, ধোয়াইব আজি চরণ-মূল॥
বাসনা ভস্মাগ্নি দিই জ্বালাইয়ে, বিবেকের ধূনা তাহে ছড়াইয়ে,
প্রেমের বাতাস ফুঁয়ে ফুঁয়ে দিয়ে, শুদ্ধা ভক্তি হ'ক গন্ধ গুগ্‌গুল্।
(আজি) দক্ষিণা দিয়ে নশ্বরদেহ, ভুলে যাও সবে সংসার গেহ।
থক না থেক না আজ দীন কেহ, মহোৎসবে মুছ মহা-মন-ভুল॥
জয় জয় জয়, জয় রামকৃষ্ণ, জয় হে বিতর চরণধূল,
জয় জ্যোতির্ম্ময় নমঃ নারায়ণ বাঞ্ছিত প্রিয়নাথ অতুল॥ ১১৩
"ভক্তকিঙ্করী"।

সংগীত।

দীননাথ নামটী তোমার, দীনের তরে চিরদিন।
দীনের সখা দাও হে দেখা, দেখ মোরা দীনহীন॥
তোমার নামটী নিলে হৃদয় গলে, ভক্তি উথলে—
দয়াময় নামটী ধর—হের কৃপার অধীন॥ ১১৪
(লীলামৃত—১ম সংস্করণ)

সঙ্কীর্ত্তন।

পতিতপাবন নামটী শুনে—বড় ভরসা হয়েছে মনে।
(নামে আপনি আশা জাগে প্রাণে)
আমি হইনা কেন যেমন তেমন স্থান পাব রাঙ্গা চরণে ॥

(ঠাকুর তুমিত ভরসা আমার)
ঠাকুর আমারি মতন সাধনহীনে স্থান দিবে রাঙ্গা চরণে।
(বড় দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
ওহে দীন দয়াল, আমি পতিত কাঙ্গাল,
(তোমায় পতিতপাবন সবাই বলে)
(শরণ লয়েছি তাই চরণতলে)
আমায় না তরালে দয়াল নাম আর কেউ না লবে জগজ্জনে ॥

(বল কোথা যাব কা'র মুখ চাব)
(ঠাকুরের পতিতের আর কেবা আছে)
তোমার অকলঙ্ক নামে এবার কলঙ্ক দিবে জগজ্জনে।
তোমার নাম ভরসা, দীনের পুরাও আশা,
(শুনি তোমা হ'তে তোমার নামটী বড়)
ওহে অধমতারণ, অনাথশরণ, দয়া কর নিজগুণে ॥
(ওহে কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ)
এস রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বস হৃদি-পদ্মাসনে ॥
(আমার হৃদয়-আসন শূন্য আছে, আমরা বড় আশে—
এসেছি হে, আজ তোমার দেখা পাব বলে) ॥ ১১৫

ঠাকুরের নামামৃত।

সংগীত।

নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার,
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার॥
তুমি সুখশান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধিবল।
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, (তুমি) আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥
তুমি পরিত্রাণ, তুমি ইহকাল, তুমি স্বর্গধাম তুমি পরকাল।
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু, (তুমি) অনন্ত সুখের আধার॥
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য।
দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, (তুমি) ভবার্ণবে কর্ণধার॥ ১১৬

সঙ্কীর্ত্তন।

দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি।
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন, তাই ডাকি।
তুমি কাঙ্গাল বলে দয়া কর, তাই ডাকি।
তুমি পাপীতাপীর মুক্তিদাতা, তাই ডাকি।
তুমি দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন, তাই ডাকি।
তোমায় ডাকলে দয়াল, দয়াল রামকৃষ্ণ বলে,
তুমি স্থান দাওহে চরণতলে, তাই ডাকি।
যেজন কাতর প্রাণে তোমায় ডাকে,
তুমি চরণতরী দাও হে তাকে, তাই ডাকি।
ম মহাপাপী তরে গেছে, সেই ভরসা মোদের আছে তাই ডাকি।
আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই হে, তাই ডাকি।

বড় আশা করে, এলাম ধেয়ে
(তোমার পতিতপাবন নাম শুনে হে)
আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে। (ওহে রামকৃষ্ণ) ॥ ১১৭

বাউল—একতালা।

এসেছে "নূতন মানুষ" দেখবি যদি আয় চলে।
তার বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে ॥
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা সলিলে।
বলে "ব্রহ্মময়ী গেল মা দিন দেখাত নাহি দিলে ॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে—
"যেই কালী সেই কৃষ্ণ নামভেদ এক মূলে"।
"একোয়া ওয়াটার পানি বারি নাম দেয় জলে।
(তেমনি) আল্লা গড্ ঈশা মুশা কালী নাম ভেদে বলে ॥"
দীন ধনী মানী জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে।
(ওসে) আপনহারা পাগলপারা সরলে নেহারিলে ॥
দুবাহু তুলিয়ে ডাকে "আয়রে তোরা আয় চলে"।
আমি তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে ॥
(আমি যতন করি পায়ের তরি বেঁধেছি ভবের কূলে) ॥ ১১৮

খাম্বাজ—একতালা।

আর কে বিলাবে, প্রাণ গলাবে রামকৃষ্ণ গুণগানে।
আপনি মাতিবে জগত মাতাবে, বিকাইবে প্রাণপণে ॥
ছিছি এ ছলনা সাজেনা তোমারে, এত ভালবাসা ভুলি একেবারে,
কি দোষে হয়েছি, দোষী ওচরণে লুকাইলে অভিমানে ॥

ঠাকুরের নামামৃত।

আর কি হেরিব ও বদনশশী, রামকৃষ্ণ নাম যাহে দিবানিশি,
সেই সুধারাশি শ্রবণে পরশি, জুড়াব তাপিত জীবনে ॥
কে গভীর রবে গগন ছাইবে, জাগাইবে জনে জনে,
হের রামকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম ইষ্ট, বল রামকৃষ্ণ বদনে ॥
অপার করুণা অতুল ভুবনে, দীন দুঃখ হরণে ॥
রামকৃষ্ণ নাম, সুধা অবিরাম, বিমল শান্তি সেবনে ;—
কে শকতি ধরে শিক্ষা দিতে নরে, একা রামকৃষ্ণ সার কর তাঁরে,
সাধন ভজন বিহীন যেজন দেহ ভার শ্রীচরণে ॥
অনুপম ছবি অঙ্কিত অন্তরে, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে,
সর্ব্বত্যাগী যোগী প্রত্যক্ষ সংসারে অযাচিত প্রেমদানে ॥
নবীন বরষে নবীন লীলা নবীন মোহন সাজে,
কল্পতরু তায়, চৈতন্য বিলায়, হেরি তোমা সনে সে দিনে।
পড়ে মনে ফিরে, দেখালে সবারে, পুরুষ প্রকৃতি পূর্ণ একাধারে,
লুকায়ে স্বরূপ যবে অপরূপ অভয়া অভয় দানে ॥
একা তুমি ভাই, তোমা সম নাই, বাঁধা রামকৃষ্ণ প্রেমের বাঁধনে,
তাই গুণমণি, উদয় আপনি, বিরাজিত যোগোদ্যানে।
কি দিব তোমারে নাহি কিছু আর, নয়নের ধার ধর উপহার,
মতি গতি রামকৃষ্ণ পদে সার, রহে যেন চির দিনে ॥
জ্বালা এ প্রাণে, জান প্রাণে প্রাণে, ব'ল ভাই ব'ল তাঁর সন্নিধানে,
সে ত গেছে চলে, তুমিও লুকালে কে চাহিবে মুখ পানে ॥ ১১৯

(ভক্তবীর কালীপদ ঘোষ)

দেশাক—ঝাঁপতাল।

ঐ দেখরে কাঙ্গাল বেশে, দীন হীনে ডেকে যায়।
নিজের দায়ে, আপনি এসে, কেঁদে কেঁদে যে বেড়ায়॥
(আজ রামকৃষ্ণরূপে ভবে হয়েছে সে যে উদয়)
মুখে সদা মা মা বুলি, লয়ে কাঁধে কৃপাঝুলি—
জ্ঞান ভক্তি বিতরিছে, উদ্ধারিতে নিরুপায়॥
যার পাপী তারা কাজ, এবে দীন দ্বিজ সাজ—
চায়না বলে সেধে এসে, যেচে যেচে ফিরে যায়॥
(কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়)
(দ্বারে দ্বারে যেচে বলে "তোদের জ্বালা দে আমায়)"
অযাচিতে করে কোলে, কত কি যে কথা বলে—
বল্‌তে হয় না আপনি সেধে, আপন হতে আপন হয়॥
কোথা কেবা দীনজন, অনাথ আশ্রয় হীন—
বিকায়ে দে প্রাণ মন (ঐ) বিকাইত (রামকৃষ্ণ) রাঙ্গা পায়॥
(বলরে ভাই রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয়)
(রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয়)॥ ১২০

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কুরু করুণাকর কৃপা কাতরে।
কু-আশা যেন কুয়াসা বিস্তারি লালসা ফেলিছে আমারে
তোমা হতে সুদূরে॥
হে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী হে বিরাগীবর—
দীন হীন দাস আমি চরণ কাতর—
করুণা করনা কৃপালু হে—
(আমার) বাসনা-কালিমা-রেখা মুছ হে মুরারে॥

ঠাকুরের নামামৃত।

হে যতীশ যোগময় হে সংযমী-বীর—
(আমি) ভব-কারাগারে বন্দি বিয়োগ বিধুর—
অন্তর অন্তরে বিহর হে—
(আমার) ইন্দ্রিয় নিচয় ঘুরে প্রহরী আকারে ॥
হে জীবেশ জিতেন্দ্রিয় হে প্রেম-পাথার—
ডুবু ডুবু মায়া-হ্রদে পরাণ আমার—
দুস্তর দুস্তরে নিস্তার হে—
(তব) পাবন শ্রীপদভেলা সংসার-সাগরে ॥
(আমার) রামকৃষ্ণপদভেলা ভবপারাবারে) ॥ ১২১

বাউল—একতালা।

এক নূতন পাগল এসেছে, ভাই সংসারী পাগল।
—ওরে কামিনী-মণি বিহ্বল ॥
পাগল দেখিনা এমন, সে যে চায় না কোন ধন,
টাকা পেলে গঙ্গাজলে দেয় সে বিসর্জ্জন,
(আবার) ধাতু পরশনে তা'র শ্রীঅঙ্গ হয় বিকল ॥
কভু আল্লা নাম কয়, কভু যীশু গুণ গায়,
কভু মা মা বাণী সুরধুনী তীরে উভরায়—
(আবার) বলে সে যে "বহুতে এক একেতে হয় সকল ॥"
"আছে মায়া আবরণ, হয়না ঈশ দরশন,
(তাই) ভগবান নাহি যেন ভেবনা কখন,
(ওরে) দুধে মাখন, দিনে তারা, বুঝে কি শিশুসরল ॥"
(ওরে) মত পথ কেবল, তা'য় কি-আসে যায় বল,
'কালী-বাড়ী' আসতে যেমন স্থলপথ আর জল,
(তেমনি) একই হরি যে মতে চাও হবেনা কভু বিফল ॥"

নাহি বেশভূষাড়ম্বর, সত্য-সন্ন্যাসী-প্রবর,
(ও সে) জ্ঞানে-প্রেমে-মাতোয়ারা রহে নিরন্তর,
(ও সে) অনাথ অধম হেরে, আপন হারা অবিরল (রামকৃষ্ণ আমার) ॥১২২

বেহাগ—একতালা।

আশার তরণী ডুবিল কি জানি নিরাশা তুফানে কেন।
বিমল গগনে জলদ বিহনে কুলিশ-নিনাদ যেন ॥
হায় কিবা হল প্রাণেশ আমার,
কোথা গেল চলি করিয়ে আঁধার,
হৃদি-সরোজিনী, বিনা দিনমণি, মলিন মুদিত হেন ॥
হায় কেরে আসি দীনহীন-দ্বারে,
সহি শতব্যথা হৃদয়-কন্দরে,
মা'র মত হয়ে, অঙ্কে অঙ্কে লয়ে, মুছাবে মানস ম্লান ॥
হায় হিত-ব্রত করিতে সাধন,
লীলা-দেহ কেরে করিবে অর্পণ,
পঞ্চবটী-মূলে, ভাগিরথীকূলে, বিলাবে সাধন ধন ॥
হায় কবে আর শ্রীপদ তাঁহার,
পূজিবরে পুন দিয়ে অশ্রুধার,
হায় কত দিনে, লুটাব চরণে, জুড়াবে তাপিত প্রাণ ॥ ১২৩

মিশ্র প্রভাতী—একতালা।

এস মা এস মা ও হৃদয় রমা, পরাণ পুতলী গো।
হৃদয় আসনে, একবার হও মা আসীন নিরখি তোরে গো।
জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,
তাত জান গো,—
কবার হৃদয় কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো ॥ ১২৪

ঠাকুরের নামামৃত।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

জয় রামচন্দ্র, ভক্তকুলকেন্দ্র, গুরুপদারবিন্দে মানস মগন।
সংসার-বিরাগী, প্রেমিক তেয়াগী, মহা অনুরাগী বীর মহাজন ॥
অপরূপ সেবা এ ভবে দেখালে, গুরুতরে কেঁদে অবনী ভাসালে;
রামকৃষ্ণ নাম যাচিয়ে বিলালে, দুর্ব্বলে দিলে হে নবীন জীবন ॥
জনক-জীবনী শ্রবণে শুনেছি, সে ত্যাগকাহিনী মরমে ভেবেছি,
তোমার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি, হয়েছে সফল জনম জীবন ॥
সজ্ঞানে অজ্ঞানে গুরু মতিগতি, সম্পদে বিপদে গুরুপদে প্রীতি,
গুরু যাগ যজ্ঞ যোগ মোক্ষ মুক্তি, অহরহ গুরুচরণ চিন্তন ॥
গুরু গুণগান শ্রবণ কারণে, যোগোদ্যানে বাস লভিলে বিজনে,
গুরুগীতি রসে ডুবায়ে ভুবনে, ফুটালে মরমে প্রেমের প্রসূন ॥
সেবক প্রধান, সাধক পরম, দেহি মে ভকতি নিরমল প্রেম,
দেহি দেব নিষ্ঠা সেবা নিরুপম, ঘুচে যাবে যাহে এ ভববন্ধন ॥ ১২৫

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

(প্রভু) এস কাঙ্গাল শরণ—আমার হৃদয় রঞ্জন।
তুমি আঁধারে আলোকময় (আমার) মোহ বিনাশন ॥
দুঃখ জ্বালা তাপে ভরা (আমার) ভাঙ্গা বুক আলো করা,
কাঙ্গালের প্রাণধন জগতজীবন ॥
(মা) যাচিয়ে চরণ দিলে, সব জ্বালা কেড়ে নিলে
ধরিলে গো কলেবর (শুধু) আমার কারণ ॥
পূর্ণিমার চন্দ্রসম মুখকান্তি অনুপম
কুমার সন্ন্যাসীরর ভুবনমোহন ॥

কেহ নাহি যার কোথা, তুমি তার আছ তথা,
পতিতজনের গতি কপালমোচন ॥
কি হ'ত দীনের গতি তুমি না রহিতে যদি
তৃণসম ভেসে শেষে দিয়েছ শরণ ॥
(আজ পেয়েছি চরণ মাগো)
তুমি পিতা তুমি মাতা—কল্পতরু গুরু ত্রাতা—
তোমারি কৃপায় নাথ চিনেছি চরণ—
—সর্ব্বস্ব আমার তুমি পরম রতন ॥
শুষ্কতরু মুঞ্জরিল শূণ্য প্রাণ ভরে গেল
উছলিছে শতধারে প্রেম প্রস্রবণ ॥
কে আর তোমার মত আছে ত্রিভুবনে নাথ
সহিতে সাগর-সম-গরল এমন (আমার) ॥
তুমি শুকদেব সম, গুরু তব অনুপম
(তুমি) ধ্যানসিদ্ধ মহাযোগী পরশ-রতন ॥
কত লোহা সোণা, হ'ল পরশি শ্রীচরণ কমল
জুড়াল সকল জ্বালা আমার মতন ॥
গুরু-ইষ্ট-মন-প্রাণ তনু তব যোগোদ্যান
তোমারি তুলনা তুমি প্রেমিক রতন ॥
(যদি) দেহ স্থান শ্রীচরণে শুধু তব নিজ গুণে (প্রভু)
(মাগো) ছেড়োনাক হাত যেন, (মোরে কাঙ্গাল বলিয়ে নাথ)
ভুলিয়ে কখন ॥
তুমি তরু আমি ছায়া, তুমি প্রাণ আমি কায়া,
তুমি আছ তাই আছি অধম তারণ ॥
তোমারি কৃপার বলে গাই আজ প্রাণ খুলে (মোরা)
জয়-রাম-রামকৃষ্ণ দেহি শ্রীচরণ ॥

ঠাকুরের নামামৃত।

(মোরে, অধীন বলিয়ে—মাথে) ॥ ১২৬

শ্রীমৎ স্বামী যোগবিনোদ মহারাজের ৪১শ জন্মতিথি পূজা।
শ্রীগুরু-পূর্ণিমা, ৭ই শ্রাবণ ১৩২৫। রামকৃষ্ণাব্দ ৮৪।

সংগীত।

সাধু কি অসাধু জানি না।
সেত আপনি কিছু বলে না।
শুধু বলতে সাধু মন ত সরে না॥
সাধু বলে অসাধুরে দেয় সাধে সে কোল,
চরণ পেলে অবহেলে ঘোচে ভবের গোল,
প্রেমে বলে হরি বোল ;—
চিন্তা যাঁর চিন্তামণি, চিনেও তাঁরে চিনি না॥ ১২৭

(লীলামৃত নাটক)

গাও রে সুধামাখা—রামকৃষ্ণ নাম।
ঐ নামের গুণে তরে যাবি অন্তে পাবি মোক্ষধাম॥
(রামকৃষ্ণ নামে)
রামকৃষ্ণ নাম বলে, চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
ডাক রে মন, প্রাণ খুলে, বল রে নাম অবিরাম॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রে মন অবিরাম)
শ্রীমুখের অভয়-বাণী, বলেছেন রাম গুণমণি,
সাধন-ভজন-হীনের, ঐ নামে হবে পূর্ণকাম॥
(রামকৃষ্ণ নাম নিলে হবে সবে পূর্ণকাম)
গোলোকে (গোপনে) এ নাম ছিল, ধরাধামে কে আনিল,

রামকৃষ্ণে চিনেছিল, (প্রকাশিল গুরু রাম)
দেবের দুর্ল্লভ নাম, বিলাইল দয়াল রাম,
ঐ নামের সহিত বল, জয় গুরু জয় রাম
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জয় জয় গুরু জয় জয় রাম) ॥ ১২৮

সংকীর্ত্তন।

(এসেছে) প্রেমে মাতোয়ারা এক নবীন গোঁসাই।
একাধারে বিরাজ করে অদ্বৈত গৌর নিতাই ॥
জ্ঞান ভক্তি প্রেম বিলায়, জীব তারিতে তাঁরই দায়,
(তাঁর দীন জনে বড়ই দয়া)
(সে যুগে যুগে ধরে কায়া)
দীনের দুঃখে বড়ই দুঃখী বারে বারে আসে তাই ॥
সে হাসে কাঁদে নাচে গায়, কভু লুণ্ঠিত ধূলায়,
(হরি হরি বলে পড়ে ঢলে)
(কভু নয়ন ঝরে মা মা বলে)
(ঈশা মুশা বলেও ভাবে ভোলে)
(আবার সকল ভাবই তাঁ'তে খেলে)
এল অবনীতে অবতরী আনন্দের আর সীমা নাই ॥
(করি) সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, জীবে করালে প্রত্যয়,
(সাধি সাধমতে জীবের হিতে)
(সাধন হীনের তরে আপনি সেধে)
দেখ পূর্ণব্রহ্ম বহুরূপী সকল ভাবেই তাঁরে পাই ॥
যে ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ,
(এবার একই দেহে যুগল নামে)
(জীব উদ্ধারিতে দীনের বেশে)

INSTITUTE

ঐ জীব-তরাণ মধুর নামে প্রাণে শান্তি জাগে সদাই,
কত অভাজনে তরে গেল দিয়ে ঐ নামের দোহাই,—
—জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল ভাই ॥ ১২৯

(মহোৎসব সংকীর্ত্তন)

সংকীর্ত্তন।

দীনের দুর্গতি হেরি, অগতির গতি হরি।
তাই জীব-তরাতে, এ ধরাতে, নব ভাবে অবতরি ॥
দীনের বেশে রামকৃষ্ণ রূপে জ্ঞান ভক্তি বিলাইলে
অধম-তারণ পতিতপাবন, বিশ্বহিতে করি শরীর ধারণ
(পাপী তাপীর দুঃখভার করিতে মোচন)
(এবার সর্ব্বমতে করি কঠোর সাধন)
সেই সাধনেরি ফলে, তারিতে দুর্ব্বলে, মোক্ষফল দিলে জীবে কৃপা করি।
(এবার বকল্মা ভার লইয়ে সবার)
প্রভুর গুপ্ত অবতারে, কে চিনিবে তাঁরে, চেনা নাহি দিলে পরে।
(চেনা নাহি দিলে কেবা চিন্‌তে পারে)
(ধরা নাহি দিলে কেবা ধর্‌তে পারে)
জানি ব্রহ্ম সনাতন, সাঙ্গোপাঙ্গগণ, রাখিল গোপন করে ॥
স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মে জানি, রামচন্দ্র গুণমণি, প্রচারিল সত্য সনাতনে।
ডাকি জনে জনে যত সাধন ভজনহীনে
সবারে অভয় দিয়ে, মহিমা তাঁর প্রকাশিয়ে,
দিলা করে লইতে শরণ।
(অভয় চরণ তলে)
(আমি তোমার দাস হলাম বলে)
(প্রভু) শরণাগতের তরে, সহি দুঃখ অকাতরে,
রেখে গেলে নাম আপনারি।

(সবাই তরিবে বলে)
(মহাপাপী তাপী সবাই তরিবে বলে
বিনা সাধন ভজন কঠোর আরাধন—
ঐ পতিতপাবন নামের বলে—
কেবল রামকৃষ্ণ নামের বলে)
লীলা অবসানে, মিলি ভক্তগণে,
(জন্মাষ্টমী দিনে, এই যোগোদ্যানে)
প্রভুর দেহাস্থি সম্পুটে, লয়ে অকপটে, সমাহিত করি প্রেম ভক্তিভরি,
(ভক্তবৃন্দ সহ রাম বিবেকানন্দ—
হেথা নিত্য ভাবে আবির্ভাব কারণ)
সেই মহা মহোৎসবে, মাতি আজি সবে,
জয় রামকৃষ্ণ বল বদন ভরি ॥
(বল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভক্তি ভরি) ॥ ১৩০

(মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন ১৩২৪)

সংগীত।

তোমারেই করিয়াছি, জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হ'ব নাক পথহারা ॥
যেথায় আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক।
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা ॥
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে।
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূলকিনারা ॥
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি ;
অমনি ওমুখ হেরি সরমে সে হয় সারা ॥ ১৩১

সংগীত।

আমি সকলি সঁপেছি জাতিকুল মান
প্রাণ দিছি পায়ে ধরে।
হরি হরি হরি কোরো না চাতুরী
চরণে রাখিও মোরে ॥
হেনেছ নয়নে প্রেমের কামান
বিষম বিঁধেছে বুকে।
আকুলি বিকুলি মোহে পড়ি ঢলি
বচন না সরে মুখে ॥ ১৩২

সংকীর্ত্তন।

আমার এই নিবেদন অধমতারণ ওই রাঙ্গা পায়।
যেন জ্ঞান চক্ষে হেরে ওরূপ অন্তে এ জীবন যায় ॥
এসে ভব সংসারে সদা মরি হে ঘুরে—
মোহঘোরে হতচেতন হই বারে বারে;
যেন তোমায় ভুলে থাকি বলে তুমি ভুলোনা আমায় ॥
যখন আসিবে শমন যেন থাকে হে স্মরণ,
হরি বলে দোঁহে মিলে করি আলিঙ্গন;
কহি তোমার কথা জুড়াই ব্যথা ভেসে যাই প্রেম ধারায় ॥
হলে জীবন গত যেন মোর দারাসুত—
আমায় ভুলে তোমার কোলে হয় বিরাজিত;
যেন তোমায় হারা হয়ে তারা পড়ে না ঘোর ভবদায় ॥ ১৩৩

মালকোষ—আড়াঠেকা।

(মায়ের) রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে রাঙ্গা জবা রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গামুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায় ॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবিশশি, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায় ॥
পদ্মভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী, ডাক্‌লে তাপিত-প্রাণ জুড়ায় ॥ ১৩৪

সংগীত।

ওগো আমি নয় আমি নয়, তুমি তুমি তুমি গো—
তুমি তুমি তুমি গো।
প্রাণের পরাণ তুমি প্রেমময় তুমি গো—তোমারি সকলি গো।
তুমি জপ্‌ তুমি তপ্‌ তুমি মন্ত্র তুমি অপ্—
তোমারি লীলার স্রোত (শুধু) বহে গো—বহে গো।
তুমি রাম গুণধাম্‌ তুমি শিবপ্রাণারাম,
তুমি ব্রহ্ম তুমিই শক্তি মা মা—মা, গো।
তুমি এক হয়ে হও বহু কভু তুমি নহ দুহুঁ
অজ্ঞানেতে ভেদ বোধ প্রেম গলে এক গো।
আমি দাস প্রভু তুমি, তুমিই আমি—আমিই তুমি,
দাও দাও দাও নাথ (মাগো) তোমারে চিনায়ে গো
তোমাতে মিশায়ে গো।
প্রেমঘন রূপে তাই—ওগো রামকৃষ্ণরূপে তাই—
তোমারি যে দায় গো।
আর ভুলায়ে রেখ না মাগো বেলা যায় যায় গো ॥ [illegible]

গৌর-সারং—একতালা।

ছেড়ে আজ ধূলাখেলা নূতন খেলায় মেতেছে মন।
শিখাও রামকৃষ্ণ নিধি, খেলার বিধি যেমন যেমন ॥
তুমি হে গুণমণি, খেলুড়ের শিরোমণি,
খেলা বই নাই কিছু কাজ করছো সৃজন পালন নিধন ॥
রাখাল সনে বৃন্দাবনে, কল্লে খেলা বনে বনে,
খেল্‌ছ নিয়ে জগজ্জনে, ইচ্ছা তোমার হয় যা যখন ॥
খেল্‌তে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি,
শিখাও হে এমন খেলা ভবের খেলা হয় হে মোচন ॥
কোন খেলায় নাহি ডরি, শুন হে হৃদ্‌বিহারী,
যদি হে কৃপা করি দাও তোমার ঐ অভয় চরণ ॥
চোর খেলাতে বুড়ী ছুঁলে, চোর হতে আর হয় না মূলে,
খেল রামকৃষ্ণ ব'লে, বুড়ী ছোঁয়ার এইত সাধন ॥
জয় রামকৃষ্ণ জয়, জয় রামকৃষ্ণ জয়,
জয় রামকৃষ্ণ জয়, বালকসখা পতিত-পাবন ॥ ১৩৬

সুরট মল্লার—ঢেওরা।

(আমার) মন্ ছাঁচে তোমাকে ফেলে (মাগো)
আমি মনোময়ী মূর্ত্তি লব তুলে।
মন যে আমার খাদে ভরা,
তোমার ভাবে কই মা গলে (মাগো) ॥
ভাবরূপিণী হও তারিণী, গলে' আমার ভাব-অনলে।
দেখিব রূপ তোমার স্বরূপ, যে রূপেতে ভোলা ভোলে ॥
পুরাও আশা কৃত্তিবাসা, দিয়ে দেখা হৃদকমলে।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কি হবে মা বনফুলে ॥

কি দিয়ে পূজিব তোমায় ভাবচি বসে তাই বিরলে।
আমি আমার নই জননী, আমার নাই কিছু ভূতলে ॥
এ ব্রহ্মাণ্ড "তোমার" সৃষ্টি, দৃষ্টিহীনে "আমার" বলে।
প্রেমিক বলে শোন্‌রে যুক্তি, যথাশক্তি ভক্তিজলে—
ধুয়ে দে মা'র রাঙ্গা চরণ, মন-ফুল দে পদতলে ॥ ১৩৭

সংগীত।

আপ্‌নাতে মন আপ্‌নি থাক যেওনাক কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥
পরমধন সে পরশমণি যা চা'বি তাই দিতে পারে।
কত হীরেমাণিক পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচ্‌ দুয়ারে ॥ ১৩৮

সংগীত।

বঁধু ধরহে ধরহে-পর এ হার।
আমি সকলি সঁপেছি যা ছিল আমার ॥
কনক আসন বারেক ত্যজিয়ে,
আমার হৃদয়-আসনে বস হে আসিয়ে।
পূজিব চরণ সাধ মিটাইয়ে বরষি নয়নাসার ॥ ১৩৯।

সংগীত।

কালীপদ (শ্যামাপদ) আকাশেতে মন-ঘুড়ি খান্ উড়তে ছিল ;
কলুষের কুবাতাস পেয়ে, গোঁপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া কান্নি হ'ল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি ;
দারা সুত, কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।

জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে ;
মাথা নেই সে আর কি উড়ে সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল ।
ভক্তি-ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগল ধাঁধা ;
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল । ১৪০

সংগীত ।

মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা কালীপদ নীল কমলে—
ঐ শ্যামাপদ নিলকমলে—শ্রীগুরুপদ নীল কমলে ।
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'ল, কামাদি রিপু সকলে ॥
মায়ের চরণ কাল (মন) ভ্রমর কাল, কালোয় কাল মিশে গেল ;
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে,
(ও তার) দুঃখসুখ সমান হ'ল আনন্দ সলীল স্থলে ॥ ১৪১

সংগীত ।

আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি ।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥
নাশি গো-ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী—
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক (ওমা) ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥ ১৪২

সংগীত ।

ভবে সেই সে পরমানন্দ যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে ।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী ছাড়া কথা না শোনে কাণে,
পূজা সন্ধ্যা কিছুই না মানে যা করেন কালী সেই সে জানে ।

যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল বল সে মূল হারাবে কেনে।
রামকৃষ্ণ কয় এ হেন জনে, লোকের কথা কেন শুনিবে কাণে,
ও তার আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত পীযুষ পানে॥ ১৪৩

সংগীত।

শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে।
এই চোদ্দপোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছেন॥
যে কলে চিনেছে তাঁরে, কল হতে আর হবে নারে। (দেহকল)
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সব স্ববশে রয়।
কমল বলে কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে॥ ১৪৪

টইলদারী—কার্ফা।

সুন্দর এই দেহ তোমার একদিন মাটিতে মিশাবে। (ধুয়া)
কর্‌ছ বাড়ী লোহার কড়ি দিচ্চ মজবুত হবে।
(ও তোর) বজ্র আঁটন কস্বা বাঁধন দেখ্‌নারে ভাই ভেবে॥
পান ভোজন সব নিয়মে খাও সালসা চাবনপ্রাশ।
(ও তোর) সকল ফিকির ফস্‌কে যাবে হবি কালের গ্রাস॥
দাঁত বাঁধিয়ে কলপ দিয়ে কাল কল্লে চুল।
ওরে ভাব কি তাই চিত্রগুপ্তের খাতায় হবে ভুল॥
অহঙ্কারে ভাই কওনা কথা টাইটেল্ সি, এস, আই।
মুদলে আঁখি নিশানা তোর—থাকবে চিতার ছাই॥ ১৪৫

সাহানা—ধামার।

জয়তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দরবারা,
অদভূত অপূর্ব্ব জগমে প্রচারা!
মূরখ পণ্ডিত হোয় প্রেমিক গুঁওয়ারা,
পা'য়ে পরশ অয়স্ কনক উজারা॥
জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সেবানন্দ-ভাণ্ডারা,
যো চাহি সো পাই, ধন্য অবতারা!
মন জপ রামকৃষ্ণ নাম সারাৎসারা,
কলি-কলুষ-জীব-তরী-ভব-পারাবারা॥ ১৪৬

সংগীত।

প্রভু মেরা অবগুণ, চিত না ধরো,
সমদর্শী হায় নাম তুম্হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হায়—
আর রহে ব্যাধ ঘর্ পরো,
যব পারশ্ কা সঙ্গ হোয়—
তো দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।
এক নদী আর নহর, বহত মিলি নীর ভয়ো,
যব্ মিলে তো এক বরণ হোয়—গঙ্গা-নাম পরো।
যো মায়া সো ব্রহ্ম, কহত সুরদাস্ ঝগরো,
অজ্ঞান সে ভেদ হোয়, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥ ১৪৭

সংকীর্ত্তন।

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম জ্যোতিঃ মোহন মুরতী ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত।
কিবা বিজলী চমকে সে রূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন॥
হৃদিকমলাসনে ধর তাঁর চরণ।
দেখ শান্ত মনে প্রেম-নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন—
চিদানন্দ-রসে ভক্তি-যোগাবেশে হওরে চির মগন॥ ১৪৮

সংকীর্ত্তন।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ সাগরে॥
(সেদিন, কবে বা হবে—দীনজনের ভাগ্যে নাথ)
জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইব শ্রীপদে।
আনন্দ-অমৃত রূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,—
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ রাজ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে;
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)
শুদ্ধং-অপাপ-বিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,—

জালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ,
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে,
(সে দিন কবে হ'বে হে) ॥ ১৪৯

সংগীত।

আমি সদাই হেসে হেসে বেড়াই ভেসে ভেসে—
এ ভব সাগরে ডরি না।
যারই তারই আমি তাঁরই অনুগামী—
তাঁরই কর্ম্ম বই করি না ॥
ভবে এনেছে এসেছি রেখেছে রয়েছি—
রূপ দেছে রূপে রূপসী হয়েছি।
ঢল ঢল ঢল যৌবন পেয়েছি, তাঁরই প্রাণ বই ধরি না ॥
তাঁর রূপ দিছি তাঁয় দেখুক আর শুনুক,
যৌবন দিয়েছি রাখুক বা ঢাকুক।
ভালবাসা দিছি বাসতে হয় বাসুক
অত শত ভেবে মরি না ॥ ১৫০

সংগীত।

দিনে দিনে গত দিন, এখন মন ভাবনারে—
মরণ-বারণ সমন-দমন, কমলা-সেবিত চরণ রে।
ও মন কিসেরি তরে, মায়ারি ঘোরে,
নেশারি আমোদে মাতিলি রে
কাল শয্যাপরে মহা তন্দ্রা ঘোরে,
আর কতদিন ঘুমাবি রে।

কেবা কার পিতামাতা, কেবা ভ্রাতা ভগ্নিরে—
সাধের প্রেয়সী কোথা রবে বসি
যে দিন জীবন যাবেরে।
ভকতি তুলসী লয়ে রাশি রাশি
চরণে তাঁর পূজরে;
হৃদয় খুলিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া
রামকৃষ্ণ জয় বলরে।
দীন সেবকের-এই মিনতি—
(তাঁর) নাম লইতে যেন ভুলোনারে॥ ১৫১

বেহাগ—আড়াঠেকা।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহেনাক আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার॥
কোথায় শুনিব আর, এমন মধুর নাম;
কোথায় পাইব আর, এমন আনন্দ ধাম,
সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ,
ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আমার।
এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ করে,
অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার;
বরষিলে অবিশ্রান্ত, প্রবিত্র চরণামৃত,
পাইল জীবন কত সন্তান তোমার॥১৫২

বেহাগমিশ্রিত—কাওয়ালী।

আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে— নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির আদরের বিনিময়ে সখা, চির অবহেলা পেয়েছ;
আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি ধরে টেনে কোলে নিয়েছ।
ও পথে যেওনা ফিরে এস বলে— কাণে কাণে কত কয়েছ,
(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চিরঅপরাধী পাতকীর বোঝা হাসি মুখে তুমি বয়েছ;
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, বুকে ক'রে তুমি নিয়েছ॥ ১৫৩

ওঁ রামকৃষ্ণ।

সম্পূর্ণ।